সপ্তম অধ্যায়

উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

ভগবান যাতে উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করেন, তার জন্য উদ্ধবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তর এই অধ্যায়টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবং যখন উদ্ধব আরও বিশদ পরামর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন ভগবান এক ব্রাহ্মণ অবধুতের জীবনে তাঁর চব্বিশজন গুরুর কাহিনীও বর্ণনা করেছিলেন।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময়ধামে উদ্ধবকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ধবের প্রার্থনামূলক অনুনয় শুনলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁর নিজ ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী, কারণ তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সার্থকভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং অচিরেই কলিযুগের দুর্ভাগ্য পৃথিবীকে গ্রাস করবে। তাই তিনি উদ্ধবকে তাঁর প্রতি মন সন্নিবিষ্ট করে তত্ত্বজ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধিমূলক দিব্যজ্ঞান আহরণের মাধ্যমে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। শ্রীভগবান তারপরে উদ্ধবকে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কলুষতার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে এবং সকল জীবের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে, এই অনিত্য অস্থায়ী জগতের সর্বত্র তাঁর পরিভ্রমণ শুরু করা উচিত, কারণ এই জগৎ একান্তভাবেই শ্রীভগবানের মায়াশক্তি এবং জীবগণের কল্পনাশক্তির সংমিশ্রিত অভিপ্রকাশ মাত্র।

উদ্ধব তখন বলেছিলেন যে, অনাসক্তির মনোভাব নিয়ে জড়জাগতিক সবকিছু বর্জন করার মধ্যে দিয়েই সর্বোত্তম শুদ্ধতা অর্জন করা যায়, কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ভক্তগণ ছাড়া জীবগণের পক্ষে এই ধরনের অনাসক্তি আয়ত্ত করা অতীব কষ্টসাধ্য, কারণ তারা ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে। উদ্ধব কিছু উপদেশের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন যার মাধ্যমে যেসব মূর্খলোকেরা নিজেদের দেহকেই আত্মজ্ঞান করে থাকে, তাদের পরমেশ্বর ভগবানের আদেশানুক্রমে নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সাধনে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারবে। ব্রহ্মার মতো মহান দেবতাগণও শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত হতে পারেন না, কিন্তু উদ্ধব ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বয়ং পরমতত্ত্বের একমাত্র যথার্থ শিক্ষাপ্রদাতা সর্বগুণসম্পন্ন, বৈকুণ্ঠধামের সর্বজ্ঞ অধিকর্তা এবং সকল জীবের একমাত্র যথার্থ বান্ধব ভগবান নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই কথা শুনে, পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাই তাঁর নিজের গুরু। এই মানবদেহের মধ্যেই, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উপায়ে জীবমাত্রেই পরমেশ্বর ভগবানের

অনুসন্ধান করতে পারে এবং অবশেষে তাঁকে লাভ করতে সক্ষম হয়। এই কারণে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে মানবদেহ রূপী জীবনধারা অতীব প্রীতিপ্রদ। এই প্রসঙ্গে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন ব্রাহ্মণ অবধূত এবং মহান নৃপতি যদুর মধ্যে প্রাচীনকালের এক বাক্যালাপ বর্ণনা করেছিলেন।

যযাতির পুত্র মহারাজ যদু একদা এক অবধূতের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, যিনি অত্যন্ত দিব্য ভাবোল্লাসে মগ্ন হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছিলেন এবং ঠিক যেন ভূতগ্রস্ত মানুষের মতোই দুর্বোধ্য আচরণে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা সেই পুণ্যবান মানুষটিকে তাঁর ইতস্ততঃ ভ্রমণের এবং ভাব-তন্ময়তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তখন অবধূত তার উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি চব্বিশজন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে নানা প্রকার উপদেশ অর্জন করেছেন—সেই গুরুরা হলেন পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন এবং আরও অনেকে। যেহেতু তিনি তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাই তিনি পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পর্যটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৃথিবী থেকে তিনি শিখেছিলেন কেমন করে বিনয়ী হতে হয়, এবং পৃথিবীর পর্বত এবং বৃক্ষ এই দুটি অভিপ্রকাশ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন, যথাক্রমে, কিভাবে অন্য সকলের সেবা করতে হয় এবং কিভাবে সারা জীবনটা অন্যের উপকারে উৎসর্গ করতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে অভিব্যক্ত বাতাস থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, এবং বহির্জগতের বাতাস থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয় উপভোগ্য সামগ্রীর মাধ্যমে নিষ্কলুষ হয়ে থাকা যায়। আকাশ থেকে তিনি শিখেছিলেন সকল জাগতিক বস্তুর মধ্যে যে আত্মা সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে, তা যেমন অদৃশ্য, তেমনই দুর্বোধ্য, এবং জল থেকে তিনি শিখেছেন কিভাবে স্বভাবত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা যায়। আগুন থেকে তিনি শিখেছিলেন কেমনভাবে কলুষিত না হয়েও সকল কিছু গ্রাস করা যায় এবং যে যা কিছু অর্পণ করছে, তার মধ্যে সমস্ত অশুভ বাসনা কিভাবে ধ্বংস করে ফেলা যায়। তিনি আগুন থেকে আরও শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, কিভাবে চিন্ময় আত্মা প্রত্যেকটি শরীরের মধ্যে প্রবেশলাভ করে এবং জ্ঞানের আলোক প্রদান করে এবং কিভাবে কোনও দেহধারীর জন্ম ও মৃত্যু নির্ধারণ করা অসম্ভব। চন্দ্র থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে জড়জাগতিক দেহ বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। সূর্য থেকে তিনি জেনেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়উপভোগ্য বিষয়াদির সংস্পর্শে এসেও কিভাবে তা থেকে বিজড়িত হয়ে থাকার সম্ভাবনা দূর করা যায়, এবং তিনি আরও শিক্ষালাভ করেছিলেন কিভাবে আত্মার স্বরূপ দর্শনের ভিত্তিতে

দুটি বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি অর্জন করা যায় এবং আত্মার মিথ্যা দেহাত্মরূপ বুদ্ধির প্রভাব বর্জন করা সম্ভব। তিনি পায়রার কাছ থেকে শিখেছিলেন কিভাবে অত্যধিক স্নেহ ভালবাসা এবং অতিরিক্ত আসক্তি কারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। এই মানবদেহ মুক্তির মুক্ত দ্বার, কিন্তু কেউ যদি পায়রার মতো পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে এমন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে উচ্চস্থানে আরোহণ করেছে শুধুমাত্র সেখান থেকে আবার অধঃপতিত হওয়ার জন্যই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে ।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্ববাসংমেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যৎ**—যা; **আত্থ**—তুমি বললে; **মাম্**—আমাকে; **মহাভাগ**—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; **তৎ**—তা; **চিকীর্ষিতম্**—যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে আমি উদ্যোগী হয়েছি; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ভবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **লোক-পালাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোকের অধিপতিগণ; **স্বঃ-বাসম্**—বৈকুণ্ঠধামে; **মে**—আমার; **অভিকাঙ্ক্ষিণঃ**—তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করছেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, পৃথিবী থেকে যদুবংশ উৎখাত করে বৈকুণ্ঠধামে আমার নিজধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অভিলাষের কথা তুমি যথার্থই ব্যক্ত করেছ। তাই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব এবং অন্য সকল গ্রহমণ্ডলীর অধিপতিরা এখন বৈকুণ্ঠে আমার নিজধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্বর্গলোকের গ্রহমণ্ডলীতে প্রত্যেক দেবতার নিজ নিজ ধাম রয়েছে। যদিও ভগবান বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে কখনও গণ্য করা হয়ে থাকে, তাঁর ধাম চিদাকাশে বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত। দেবতারা মায়ার রাজ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন নিয়ন্তা, কিন্তু বিষ্ণু মায়াশক্তি এবং অন্যান্য বহু চিন্ময় শক্তিরও অধিপতি। তাঁর নগণ্য দাসী মায়ার রাজ্যের অভ্যন্তরে তাঁর মহিমান্বিত বাসস্থান থাকে না।

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু সকল দেবতাদের পরম প্রভু; দেবতাগণ তাঁরই বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অবিচ্ছেদ্য সত্তা। তাঁরা নিজেরাই নগণ্য জীবাত্মা, তাই দেবতাগণ মায়াশক্তির প্রভাবাধীন থাকেন; কিন্তু ভগবান বিষ্ণু সর্বদাই মায়ার পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান সকল অস্তিত্বেরই উৎস এবং মূল সূত্র এবং জড় জগৎ তাঁর নিত্য চিন্ময় ধামেরই ক্ষীণ প্রতিবিম্ব, যেখানে সব কিছুই অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং আনন্দদায়ক। বিষ্ণু পরম বাস্তব, এবং কোনও জীবই তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে বিরাজ করতে পারে না। বিষ্ণু তাঁর নিজস্ব অতুলনীয় স্তরে বিরাজিত থাকেন, যাকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান। অন্যসকল বিশিষ্ট কিংবা অসামান্য জীবগণ ভগবানের কাছেই তাদের মর্যাদা এবং সামর্থ্যের জন্য ঋণী। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিষ্ণুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণই সকল বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অংশপ্রকাশের মূল সূত্র। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর ভিত্তি।

শ্লোক ২

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **নিষ্পাদিতম্**—সম্পন্ন; **হি**—অবশ্য; **অত্র**—এই জগতের মধ্যে; **দেব-কার্যম্**—দেবতাদের আনুকূল্যে কাজ; **অশেষতঃ**—কিছু অবশিষ্ট না রেখে সম্পূর্ণভাবে; **যৎ**—যার জন্য; **অর্থম্**—কারণে; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেন; **অহম্**—আমি; **অংশেন**—আমার অংশপ্রকাশ, শ্রীবলদেব; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণকালে আমার অংশপ্রকাশ শ্রীবলদেবের সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম, এবং দেবতাদের পক্ষে বিবিধ ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি। এখানে আমার নির্দিষ্ট কাজ এখন শেষ হয়েছে।

শ্লোক ৩

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ ।
সমুদ্রঃ সপ্তমে হ্যেনাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

কুলম্—এই যদুকুল; **বৈ**—সুনিশ্চিতভাবেই; **শাপ**—অভিশাপে; **নির্দগ্ধম্**—নির্বংশ হবে; **নঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে; **অন্যোন্য**—পারস্পরিক; **বিগ্রহাৎ**—কলহের মাধ্যমে;

সমুদ্রঃ—সমুদ্র; **সপ্তমে**—সপ্তম দিনে; **হি**—অবশ্যই; **এনাম্**—এই; **পুরীম্**—নগরী; **চ**—ও; **প্লাবয়িষ্যতি**—জলপ্লাবিত হয়ে যাবে।

অনুবাদ

এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ অবশ্যই নিজেদের মধ্যে কলহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আজ থেকে সপ্তম দিনে সমুদ্রের জল উত্থিত হবে এবং এই দ্বারকা নগরী প্লাবিত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বর্তমান এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, জড় জগতের সকল আত্মপরিচিতি বর্জন করে তাঁকে অবিলম্বে আত্ম উপলব্ধির উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশ বাস্তবিকই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ধ্বংস হয়নি, তবে ব্রাহ্মণদের অভিশাপের মাধ্যমে জগতের দৃষ্টির বাইরে শুধুমাত্র অপসারিত হয়েছিল; সেইভাবেই, ভগবানের নিত্যধাম দ্বারকা কখনই সমুদ্রমগ্ন হতে পারে না। তবে, এই দিব্য নগরীর অভিমুখে বাইরে থেকে সকল গমনাগমনের পথই সমুদ্রবেষ্টিত ছিল, এবং তাই কলিযুগে নির্বোধ মানুষদের কাছে ভগবদ্ধাম অগম্য হয়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়েই এই স্কন্ধটিতে পরে বর্ণনা করা হবে।

ভগবানের *যোগমায়া* নামে অভিহিত মায়াময় শক্তির সাহায্যে, তিনি তাঁর আপন রূপ, ধাম, পরিকর, লীলাবিলাস, পরিক্রমা, এবং অন্য সকল বিষয় অভিপ্রকাশিত করে থাকেন, এবং যথোপযুক্ত সময়ে তিনি এই সব কিছুই আমাদের সামান্য দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত করে থাকেন। যদিও বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবেরা ভগবানের চিন্ময় শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে, তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা তাঁর দিব্য অপ্রাকৃত আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব এবং আস্বাদন করতে পারে, যে বিষয়ে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।* যদি মানুষ পূর্ণবিশ্বাসে ভগবানের এই দিব্য প্রকৃতির যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে নিজ আলয়, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ হতে পারবে।

শ্লোক ৪

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৪ ॥

যর্হি—যখন; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তঃ**—পরিত্যাগ করব; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **নষ্ট-মঙ্গলঃ**—সকল সৎগুণাবলী তথা

ধর্মবর্জিত; **ভবিষ্যতি**—তেমন হবে; **অচিরাৎ**—খুব শীঘ্রই; **সাধো**—হে সজ্জন; **কলিনা**—কলিযুগের ফলে; **অপি**—স্বয়ং; **নিরাকৃতঃ**—পরিপূর্ণ।

অনুবাদ

হে সজ্জন উদ্ধব, অদূর ভবিষ্যতে আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করব। তখন, কলিযুগের প্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পৃথিবী সকল প্রকার সৎগুণাবলী বর্জিত স্থান হয়ে উঠবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা ছিল কিছু বিলম্বে উদ্ধবকে তাঁর নিত্যধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। উদ্ধবের অসামান্য পারমার্থিক গুণাবলীর জন্যই, অন্যান্য সাধুপুরুষ যাঁরা ভগবদ্ভক্তি মার্গে এখনও উন্নতি করতে পারেননি, ভগবান তাঁকে সেই ধরনের মানুষদের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত রাখতে অভিলাষ করেছিলেন। অবশ্য, উদ্ধবকে ভগবান আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সঙ্গ লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না। তা ছাড়া, উদ্ধব যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়াদির যথার্থ সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ সুচারুভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তাই জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাবে তিনি কখনই আক্রান্ত হবেন না। এইভাবে, ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে উদ্ধবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে, ভগবান তাঁকে এক সবিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্যমূলক ব্রতসাধনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের সুমহান মর্যাদা স্বীকৃত হয় না, সেখানে তখন অনর্থক জল্পনা-কল্পনা খুবই প্রকট হয়ে উঠে, এবং মানসিক ধ্যান-ধারণার বিভ্রান্তির আবরণে বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে শ্রবণের উপযোগী নিরাপদ ও যথার্থ পন্থা রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, বাস্তবিকই লক্ষ কোটি গ্রন্থাদি শতসহস্র বিষয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে; তা সত্ত্বেও এই ধরনের মানসিক জল্পনা-কল্পনার বাতাবরণে মানব জীবনের একান্ত মূলগত সমস্যাদি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার মধ্যেই রয়ে গিয়েছে—যেমন, আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার আত্মা কি রকম? ভগবান কি?—এসব বিষয়ে মানুষ স্পষ্টভাবেই কিছুই জানে না।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগণিত বিস্ময়কর লীলাবিলাসের উৎস, এবং অসংখ্য বৈচিত্র্যময় আনন্দের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। বস্তুত, তিনি নিত্য বিরাজিত আনন্দসুখের সমুদ্র। ভগবানের প্রেমময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে যে স্বরূপসত্তার আনন্দ লাভ হয়, তা থেকে যখন শাশ্বত আত্মা বঞ্চিত হয়ে থাকে, তখন সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে উদ্বেলিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখন সে একটি জড়জাগতিক সামগ্রীকে ভাল আর অন্যটিকে খারাপ চিন্তা করার

মাধ্যমে, অসহায়ভাবে বিভিন্ন জড়জাগতিক উপভোগের পেছনে ছোটাছুটি করতে থাকে, এবং কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ সেই বিষয়ে তার নিজেরই বিচারবুদ্ধি অনবরত পরিবর্তন করতে থাকে। তাই সে কোনও শান্তি বা সুখ পায় না, নিত্য উদ্বেগের মধ্যে থাকে, এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আকারে প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মের তাড়নায় অনবরত কষ্ট পেয়েই চলে।

এইভাবে বদ্ধজীব দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তিস্বরূপ কলিযুগের মধ্যে জন্মগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। কলিযুগে জীবগণ নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিয়ত নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে থাকলেও, সেই সঙ্গে নির্দয়ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। কলিযুগে মানব সমাজ আদিম যুগের মানুষদের মতোই হিংস্র হয়ে উঠে, এবং লক্ষ কোটি নিরীহ প্রাণীকে খণ্ড বিখণ্ড করার উদ্দেশ্যে কসাইখানা খোলে। বিপুলাকারে যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা হতে থাকে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ, এমনকি নারী ও শিশুরাও অচিরে লোপ পেতে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করলে জীব মায়াশক্তির কবলে অসহায় দুর্ভাগার মতো দিন কাটাতে থাকে। মায়ার দুর্দশা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে বিভিন্ন সমাধানের কথা কল্পনা করতেই থাকে, কিন্তু সেই সমাধানগুলিই মায়ার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তার ফলে হয়ত বদ্ধজীবের রেহাই পাওয়া সম্ভবই হয় না। প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি কেবলমাত্র তার দুঃখদুর্দশা তীব্র করেই তোলে। পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে উদ্ধবকে কলিযুগ পরিত্যাগ করতে এবং নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছি, তাদের পক্ষেও এই উপদেশ বিবেচনা করা উচিত এবং অনতিবিলম্বে ভগবানের নিত্যধামে ফিরে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় আয়োজন করা উচিত। জড়জাগতিক পৃথিবী, বিশেষত কলিযুগের ভয়াবহ দিনগুলিতে কখনই সুখময় স্থান হয় না।

শ্লোক ৫

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে ।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

ন—না; **বস্তব্যম্**—থাকবে; **ত্বয়া**—আপনি; **এব**—অবশ্যই; **ইহ**—এইজগতে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তে**—যখন পরিত্যক্ত হয়; **মহীতলে**—পৃথিবীতে; **জনঃ**—লোকে; **অভদ্র**—পাপময়, অশুভ বস্তু; **রুচিঃ**—আসক্ত; **ভদ্র**—হে পাপমুক্ত ভদ্র; **ভবিষ্যতি**—হবেন; **কলৌ**—কলিযুগে; **যুগে**—এই যুগে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমি এই জগৎ পরিত্যাগ করলে তোমার পক্ষে আর এইস্থানে থাকা উচিত হবে না। হে প্রিয় ভক্ত, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু কলিযুগে মানুষ সকল প্রকার পাপকর্মে আসক্ত হবে; অতএব এখানে থেকো না।

তাৎপর্য

এই কলিযুগে, মানুষ একেবারেই জানে না যে, চিদ্‌জগতে ভগবানের যে সকল দিব্য লীলা প্রকটিত হয়ে থাকে, সেগুলি এই পৃথিবীতে অভিপ্রকাশের জন্য তিনি স্বয়ং আগমন করেন; পরমেশ্বর ভগবানের প্রামাণ্য আধিপত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ করে কলিযুগের অধঃপতিত জীবেরা তীব্র কলহে লিপ্ত হয় এবং পরস্পরকে নির্দয়ভাবে পীড়ন করে থাকে। যেহেতু কলিযুগের মানুষ কলুষিত পাপময় ক্রিয়াকলাপে আসক্ত হয়ে থাকে, তাই তারা সকল সময়ে ক্রুদ্ধ, কামভাবাপন্ন এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তিমূলক প্রেমময়ী সেবায় যাঁরা উত্তরোত্তর আত্মনিয়োগ করতে থাকেন, তাঁদের পক্ষে কখনই পৃথিবীতে বাস করবার আগ্রহ থাকা উচিত নয়, কারণ এই পৃথিবীর জনগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে চায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে পৃথিবীতে না থাকার জন্য উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান সমস্ত জীবগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কোনও যুগেই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও বসবাস করে না থাকে। অতএব কলিযুগের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেক জীবেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, এই জড়জগৎ মূলত অনাবশ্যক রীতিপ্রকৃতির জায়গা এবং তাই একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলের ভরসায় আত্মসমর্পণ করতে শেখা উচিত। উদ্ধবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রত্যেক মানুষেরই তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হতে হবে।

শ্লোক ৬

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—অবশ্যই; **সর্বম্**—সকল; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্নেহম্**—স্নেহ-ভালবাসা; **স্বজন-বন্ধুষু**—তোমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি; **ময়ি**—পরমেশ্বর ভগবান, আমার প্রতি; **আবেশ্য**—আবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—তোমার মন;

সম্যক্—সম্পূর্ণভাবে; **সম-দৃক্**—সমদৃষ্টিতে সব কিছু দর্শন করে; **বিচরস্ব**—বিচরণ করে; **গাম্**—পৃথিবীর সর্বত্র।

অনুবাদ

এখন তোমার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসার আসক্তি বর্জন করা উচিত এবং আমার প্রতি মন সমর্পণ করা প্রয়োজন। এইভাবে তুমি আমার প্রতি নিত্য আবিষ্ট হয়ে তুমি সব কিছু সমদৃষ্টিতে দর্শন করতে থাকবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ বীররাঘব আচার্য সমদৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নধারা ভাবধারা অভিব্যক্ত করেছেন—*সমদৃক্ সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বানুসন্ধানরূপসমদৃষ্টিমান্*—"আত্ম-অনুসন্ধানের পথে নিয়োজিত মানুষকে সর্বদা সকল বিষয়ে পরম চিন্ময় প্রকৃতির অভিপ্রকাশ দর্শনের প্রয়াস করা উচিত।" এই শ্লোকে *ময়ি* শব্দটির অর্থ *পরমাত্মনি*। সকল বিষয়ের উৎস পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মন নিবদ্ধ করা উচিত। তাই মানুষ এই পৃথিবীতে তার জীবন অতিবাহিত করবার সময়ে সর্বদাই তার স্বল্পকাল মধ্যে সব কিছুই এবং সমস্ত মানুষকেই পরম তত্ত্ব, তথা পরমেশ্বর ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ রূপে দর্শন করতে থাকবে, সেটাই উচিত। যেহেতু সকল জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তাই শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই সমান চিন্ময় মর্যাদা রয়েছে। জড়া প্রকৃতিও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রকাশ বলে, একই প্রকার চিন্ময় মর্যাদা সম্পন্ন, কিন্তু বস্তু এবং আত্মা যদিও পরমেশ্বর ভগবানেরই অভিপ্রকাশ, সেগুলি যথার্থই একই পর্যায়ের অস্তিত্ব নয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, চিন্ময় আত্মা ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি, আর সেক্ষেত্রে জড়া প্রকৃতি তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সব কিছুর মধ্যেই সমভাবে বিরাজিত থাকেন, তাই এই শ্লোকের *সম-দৃক্* শব্দটি বোঝায় যে, প্রত্যেক মানুষকেই সব কিছুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণকেও সব কিছুর মধ্যে সমভাবে দর্শন করতে শেখা উচিত। এইভাবেই সমদৃষ্টি অনুশীলনের মাধ্যমে এই জগতের মধ্যে বিদ্যমান বিবিধ বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করা যথার্থই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অভিব্যক্ত তাঁর লীলাবিলাসের অন্তে, তাঁর মনের মধ্যে এইভাবে চিন্তা করেছিলেন—"পৃথিবীতে আমার লীলাবিস্তারের সময়ে, আমার যে সকল ভক্তবৃন্দ আমাকে আকুলভাবে দর্শন করতে অভিলাষ করেছিল, আমি তাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছি। রুক্মিণী প্রমুখ বহু সহস্র মহিষীদের

আমি স্বয়ং অপহরণের পরে যথাবিহিত বিবাহ করেছি এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপায়ে অগণিত অসুরকে আমি বধ করেছি। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, হস্তিনাপুর এবং মিথিলার মতো শহরগুলিতে বহু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সভা সমিতি, পুনর্মিলনী ও নানা উৎসবে আমি যোগদান করেছি, এবং ঐভাবে লীলাবিস্তারের মাধ্যমে আসা-যাওয়ার ফলে আমি সদাসর্বদাই ব্যস্ত হয়েছিলাম।

তা ছাড়াও পৃথিবীর নিচে পাতাল লোকেও অবতীর্ণ হয়ে সেখানে অবস্থিত আমার মহান ভক্তদের কাছে সাক্ষাৎ সঙ্গ প্রদানেরও আয়োজন আমি করেছিলাম। আমার মাতা দেবকীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কংসের দ্বারা নিহত তাঁর ছয় মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য, আমি সুতল লোকে অবতরণ করেছিলাম এবং আমার মহান ভক্ত বলী মহারাজকে আশীর্বাদ করেছিলাম। আমার দীক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি স্বয়ং রবিনন্দন, অর্থাৎ যমরাজের আলয়ে গিয়েছিলাম, এবং তাই তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার স্ত্রী সত্যভামার জন্য আমি পারিজাত পুষ্প অপহরণের উদ্দেশ্যে স্বর্গে যাওয়ার সময়ে মাতা অদিতি এবং কশ্যপ মুনির মতো স্বর্গবাসীদেরও আশীর্বাদ করেছিলাম। নন্দ, সুনন্দ এবং সুদর্শনের মতো মহাবিষ্ণুর ধামনিবাসীদের সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে, আমি হতভাগ্য এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের উদ্ধারের জন্য মহাবৈকুণ্ঠলোকে গিয়েছিলাম। এইভাবে, আমার দর্শনলাভে আকুল অগণিত ভক্তগণ তাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত বদরিকাশ্রমের নরনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী মহান পরমহংস মুনিরা আমাকে দর্শনে বিশেষ আকুল হলেও কখনই তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণে সক্ষম হইনি। পৃথিবীতে আমি ১২৫ বছর ছিলাম, এবং নির্ধারিত সময় এখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমার লীলাবিস্তারে ব্যস্ত হয়ে থাকার ফলে, এই মহান ঋষিবর্গকে আমার আশীর্বাদ প্রদান করতে আমি পারিনি। তা সত্ত্বেও, উদ্ধব বাস্তবিকই আমারই সম পর্যায়সম্পন্ন। সে মহান ভক্ত এবং আমারই দিব্য ঐশ্বর্যবান। তাই, বদরিকাশ্রমে পাঠানোর পক্ষে সে-ই যথার্থ ব্যক্তি। জড় জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়ার উপযোগী সম্পূর্ণ দিব্য জ্ঞান আমি উদ্ধবকে প্রদান করব, এবং তার ফলে বদরিকাশ্রমের যথার্থ ঋষিবর্গকে মায়ার রাজ্য থেকে অতিক্রমের বিজ্ঞান বিষয়ক এই জ্ঞান সে প্রদান করতে পারবে। এইভাবেই আমার পাদপদ্মে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি তাদের শেখাতে সে পারবে। আমার প্রতি ঐ ধরনের প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অতীব মূল্যবান সম্পদ, এবং সেই জ্ঞান সম্পদ শ্রবণের মাধ্যমে নরনারায়ণের মতো মহর্ষিগণের বাসনা পরিপূর্ণ হবে।

যে সকল মহাত্মাগণ আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা সর্বদাই জড় জগৎ থেকে নিরাসক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানে ভূষিত হয়ে থাকেন কখনও তাঁরা ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে গভীরভাবে আত্মস্থ থাকার ফলে, মনে হতে পারে তাঁরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন। অবশ্য, যে শুদ্ধভক্ত আমার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হওয়ার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তাঁর সেই আন্তরিক ভক্তিভাবের ফলে তিনি সদাসর্বদাই সুরক্ষিত থাকেন। যদি কখনও তেমন কোনও ভগবদ্ভক্তকে আমার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে তাঁর মন গভীরভাবে নিবদ্ধ না রাখতে পারার ফলে অকস্মাৎ জীবন ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তেমন ভক্তেরও প্রেমভাব এমনই শক্তিধারণ করে যে, তার ফলে তিনি সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত হয়ে থাকেন। কোনও সময়ে অস্থায়ী মুহূর্তের বিস্মৃতির ফলেও তেমন ভক্তিভাব ভক্তকে আমার চরণপদ্মে নিয়ে আসে, যা সাধারণ জড়জাগতিক মানুষের দৃষ্টিবহির্ভূত রহস্যময় বিষয় হয়েই থাকে। উদ্ধব আমার প্রিয় শুদ্ধভক্ত। আমার সম্পর্কে জ্ঞান এবং এই জগৎ থেকে অনাসক্তি তার মধ্যে আবার জাগ্রত হয়েছে কারণ সে আমার সঙ্গ কখনই ত্যাগ করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান সেবকেরা তাদের গুরুদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের বিপুল প্রচেষ্টা করে চলেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের হাজার হাজার ভক্ত, পৃথিবীর সকল অংশে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে দিব্য শাস্ত্র প্রচার এবং জনগণকে তার মাধ্যমে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভক্তবৃন্দের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ থাকে না, তবে শুধুমাত্র তাঁদের গুরুদেবের প্রীতিসাধনের বাসনায় তাঁর গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে থাকেন। যেসব লোকে এই সমস্ত গ্রন্থাবলী গ্রহণ করে, সচরাচর কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের কোনই পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের থাকে না, তা সত্ত্বেও যে সকল ভক্তদের সঙ্গে তারা মিলিত হয়, তাদের সরলতায় তারা এমনই বিমোহিত হয় যে, তারা পরমাগ্রহে গ্রন্থাদি ও পত্রিকাদি ক্রয় করে থাকে। কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন প্রচারের বিপুল সেবাযজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, ভক্তগণ অনলসভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছে, কারণ তারা প্রেমময় ভক্তিভাবের স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঐ ধরনের কর্মব্যস্ত ভক্তদের প্রায়ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা করবার অবকাশ হয়ে ওঠে না, তা হলেও ঐ ধরনের প্রেমময় ভক্তি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, এবং তাদের সেবায় প্রীতিলাভ করার ফলে, ভগবান স্বয়ং আবার তাঁর স্বরূপের প্রতি তাদের অভিনিবিষ্ট মনোনিবেশ

জাগ্রত করে দেবেন। ভক্তিযোগের এমনই সৌন্দর্য, যা পরম কৃপাময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপানির্ভর। জড়জাগতিক সুখভোগের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেম অর্জন, এবং জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে যাওয়ার এটাই একমাত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ পন্থা। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) তাই বলা হয়েছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

ভাগবতের বর্তমান আলোচ্য শ্লোকটির মধ্যেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের মধ্যে তথাকথিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মায়াময় আসক্তি বর্জনের জন্য উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছেন। বাস্তবিকই পরিবার পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সংস্রব বর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে, কিন্তু বোঝা উচিত যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেকটি বিষয়ই ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যখনই কেউ মনে করে, "এটা আমার নিজের পরিবারগোষ্ঠী", তখনই মানুষের ধারণা হবে যে, জড় জগতটা পারিবারিক জীবন উপভোগেরই জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেইমাত্র মানুষ তার নিজের পরিবারবর্গ বলতে যা বোঝায়, তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই মিথ্যা মর্যাদাবোধ এবং জড়জাগতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, প্রত্যেকেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র এবং তাই, পারমার্থিক স্তরে, অন্য সকল জীবের সাথেই তার সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বলা হয় কৃষ্ণসম্বন্ধ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাথে স্বরূপ সম্বন্ধ। একই সঙ্গে সমাজের তুচ্ছ জড়জাগতিক ধারণা, বন্ধুত্ব আর ভালবাসার প্রবৃত্তি নিয়ে পারমার্থিক সচেতনতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতিলাভ করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধের উচ্চতর দিব্য স্তরেই সকল প্রকার পার্থিব সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধের উপলব্ধি অভ্যাস করাই বাঞ্ছনীয়, যার অর্থ এই যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ-সম্পর্কযুক্ত সওয়ারূপে বিবেচনা করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে যেব্যক্তি তার স্বরূপ সম্বন্ধের স্তরে অবস্থান করে থাকে, তার পক্ষে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলে সহজেই বোধগম্য হয়। তার ফলেই যে দেহ, মন ও বাক্যের সমস্ত তুচ্ছ প্রয়োজনাদি বর্জন করে এবং ভগবানের ভক্ত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে। এই ধরনের মহাপুরুষকেই গোস্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি বলা হয়। জীবনের এই অবস্থাটিকে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—দিব্য ভাবময় স্তরে মানুষ সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে থাকে।

শ্লোক ৭

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥ ৭ ॥

যৎ—যা; **ইদম্**—এই জগৎ; **মনসা**—মনের সাহায্যে; **বাচা**—বাক্যের সাহায্যে; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—চক্ষুর মাধ্যমে; **শ্রবণ-আদিভিঃ**—শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে; **নশ্বরম্**—অনিত্য; **গৃহ্যমাণম্**—যা গৃহীত অর্থাৎ উপলব্ধ হয়েছে; **চ**—এবং; **বিদ্ধি**—তোমার জানা উচিত; **মায়া-মনঃ-ময়ম্**—মায়ার প্রভাবেই তা শুধু সত্য বলে ধারণা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, তোমার মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্য করছ, তা নিতান্তই মায়াময় সৃষ্টি, যাকে মানুষ মায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার জানা উচিত যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে জ্ঞাত সবকিছুই অনিত্য অস্থায়ীমাত্র।

তাৎপর্য

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, জড় জগতের সর্বত্রই আমরা যেহেতু ভাল এবং মন্দ সব কিছুই দেখে থাকি, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে উদ্ধবকে সব কিছুই সমভাবে দেখতে উপদেশ দিতে পারলেন? এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বপ্ন যেমন এক ধরনের মানসিক সৃষ্টি, তেমনই জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিচারও নিতান্তই মায়াময় শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র।

ভগবদ্গীতায় তাই বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, কারণ সব কিছুর মধ্যেই তিনি রয়েছেন এবং সব কিছু তাঁরই মধ্যে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ *সর্বলোকমহেশ্বরম্*, সকল বিশ্বজগতের ভগবান এবং সর্বময় প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোনও কিছু ভিন্ন রূপে দর্শন উপলব্ধি করা নিতান্তই মায়া, এবং যে কোনও প্রকার জড়জাগতিক মায়ার প্রতি আকর্ষণ, তা ভাল বা মন্দ যাই হোক, পরিণামে ব্যর্থ হয়, যেহেতু সেই সকলই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে জীবকে অবিরাম ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য করে।

দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শের অভিজ্ঞতাগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। সেইভাবেই, কণ্ঠ, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ নিয়ে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। সকল প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রে স্থাপিত মনের চতুর্দিকে এই দশটি ইন্দ্রিয় সাজানো আছে। যখনই জীব কোনও জড় সামগ্রী তথা বিষয় আত্মসাৎ করতে অভিলাষী হয়, তখন সে জড়া

প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই সে বাস্তবের নানাবিধ দার্শনিক, রাজনৈতিক, এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার মনগড়া কল্পনা করতে থাকে, কিন্তু কখনই বোঝে না যে, পরম তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গুলির কলুষিত উপলব্ধির ঊর্ধ্বে বিরাজমান রয়েছেন। সম্প্রদায়, জাতীয়তা, দলগত ধর্ম, রাজনৈতিক অনুমোদন ইত্যাদির মতো জড়জাগতিক উপাধির মায়াজালে যে আবদ্ধ, সে তার দেহটিকে অন্যান্য দেহগুলির সঙ্গে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বিষয়বস্তুগুলির মাধ্যমে আত্মসাৎ করে চিন্তা করতে থাকে যে, এই সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তুগুলিই সুখ এবং তৃপ্তিলাভের উৎস। দুর্ভাগ্যবশত, সমগ্র জড় জগৎ, যে সকল ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যায় সেইগুলি সমেত, নিতান্তই অস্থায়ী অনিত্য সৃষ্টি, যা পরমেশ্বর ভগবানের মহাকালের শক্তিতে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। আমাদের বুদ্ধিহীন আশাভরসা এবং স্বপ্নবিলাস সত্ত্বেও, এই জড়জাগতিক স্তরে যথার্থ কোনও প্রকার সুখই নেই। যথার্থ সত্য কখনই জড়জাগতিক বিষয় নয়, এবং তা অস্থায়ীও নয়। যথার্থ সত্যকে বলা হয় *আত্মা*, অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী প্রাণসত্তা, এবং সকল নিত্যস্থায়ী প্রাণসত্তা স্বরূপ আত্মাই পরম সত্তা। তাঁকেই বলা হয় পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর স্বরূপ পরিচয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তনীয়, দিব্য রূপের উপলব্ধির মধ্যেই জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে থাকে। সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সব কিছু রয়েছে, এই তত্ত্ব যে উপলব্ধি করে না, নিঃসন্দেহে সে মানসিক কল্পনার স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের মায়াময় অস্তিত্বের পরিবেশ থেকে নিরাসক্ত থাকতে হবে বলে উদ্ধবকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

শ্লোক ৮

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্ ।
কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥ ৮ ॥

পুংসঃ—কোনও মানুষের; **অযুক্তস্য**—যার মন সত্য থেকে বিচ্যুত; **নানা**—নানাপ্রকার; **অর্থঃ**—মূল্য বা অর্থ; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তি; **সঃ**—যা; **গুণ**—যা ভাল; **দোষ**—যা মন্দ; **ভাক্**—সম্বলিত; **কর্ম**—অবশ্য কর্তব্য; **অকর্ম**—বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **গুণ**—ভাল; **দোষ**—মন্দ; **ধিয়ঃ**—যে চিন্তা করে; **ভিদা**—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে মানুষের চেতনা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার কাছে সব কিছুর মূল্য এবং ব্যাখ্যা নানাভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। তার ফলে সে জাগতিক ভাল-মন্দের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে এবং সেই প্রকার ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই ধরনের জাগতিক উভয় প্রকার ভাবনাচিন্তার ফলে মানুষ বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা (অকর্ম), নিষিদ্ধ কর্মে আগ্রহ (বিকর্ম) এবং কর্ম (অবশ্য কর্তব্য) সম্পাদনেরও চেষ্টা করে চলে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে মায়াবিকারগ্রস্ত মানসিকতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *অযুক্তস্য* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের ভাবনায় তার মন অভিনিবিষ্ট করে না। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব রূপে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন, এবং সব কিছুই ভগবানের মধ্যে বিরাজ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবাসে, তখন সে তাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে থাকে, এবং সে প্রতিদিন তাকে বিভিন্ন পোশাকে ভূষিত অবস্থায় লক্ষ্য করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই নারী পোশাক দেখতে আগ্রহী নয়, বরং পুরুষটিকেই দেখতে চায়। ঠিক তেমনই, প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন; তাই ভগবৎপ্রীতি যার মধ্যে জেগেছে, সে সর্বএই সর্বদাই ভগবানকে লক্ষ্য করতে থাকে, এবং ভগবানকে আবৃত করে রেখেছে যে সমস্ত বাহ্যিক জড় পদার্থ, কেবল সেগুলিকেই দেখে, তা নয়।

এই শ্লোকে *অযুক্তস্য* শব্দটি বোঝায় যে, বাস্তবতার পর্যায়ে উপনীত হতে যে পারেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবাকার্যের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে যে-মানুষ, সে জড়জাগতিক অভিজ্ঞতা-অনুভূতির অগণিত রূপ এবং সৌরভ উপভোগ করতেই সচেষ্ট হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সমুন্নত সত্তা সম্পর্কে কোনও প্রকার ধারণার অভাবে, বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে তার স্বরূপ সত্তার উপযুক্ত কার্যাবলীর বিষয়ে অজ্ঞতার জন্যই এই ধরনের অনিত্য অস্থায়ী মায়াময় ক্রিয়াকর্মে তাকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। জড় পদার্থময় পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য রয়েছে। কুকুরদের মধ্যে খাঁটি জাতের কুকুরও রয়েছে, আবার নানা রেজাতের কুকুরও থাকে, এবং ঘোড়ারাও শুদ্ধ জাতের হয়, কখনও-বা নানা রঙের মিশ্র জাতের ঘোড়াও হয়। তেমনই, কিছু মানুষ সুন্দর এবং শিক্ষিত মার্জিত হয়, আবার অন্যেরা বোকা নির্বোধ এবং সাদাসিধেও হয়ে থাকে। কিছু মানুষ ধনী আর কিছু

মানুষ দরিদ্র। প্রকৃতির মাঝেও আমরা দেখি উর্বর জমি আর অনুর্বর জমি, ঘন জঙ্গল আর রুক্ষ মরুভূমি, অমূল্য রত্ন আর বর্ণহীন পাথর, প্রবহমান স্বচ্ছ নদী আর বদ্ধ নোংরা জলাডোবা। মানব সমাজে আমরা দেখি সুখ আর দুঃখ, ভালবাসা আর ঘৃণা, জয় এবং পরাজয়, যুদ্ধ এবং শান্তি, জীবন আর মৃত্যু, এবং আরও কত কী। তবে, এই সমস্ত পরিস্থিতির কোনটার সঙ্গেই আমাদের কোনও রকম স্থায়ী সম্বন্ধ থাকে না, কারণ আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ নিত্য চিন্ময় আত্মা। বৈদিক সংস্কৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষই শুধুমাত্র তার কর্তব্যকর্ম পালনের মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির সার্থকতা অর্জন করতে পারি। *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ* (*গীতা* ১৮/৫৪)। কোনও কোনও বদ্ধজীব অবশ্য বিশ্বাস করে যে, সাধারণভাবে পারমার্থিকতা বিহীন কাজকর্ম পরিবার-পরিজন, দেশ-জাতি, মানব সমাজ এবং ঐ ধরনের ক্ষেত্রে সাধন করতে পারলেই জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করা যেতে পারে। অন্য সকলে ভগবৎ সেবা কিংবা উচ্চ ধারণায় তুচ্ছ কাজকর্ম করতেও আগ্রহবোধ করে না, এবং আরও অনেকে আছে যারা সম্পূর্ণ পাপ জীবন-যাপনই করে থাকে। ঐ ধরনের পাপময় মানুষগুলি সচরাচর মধ্যাহ্নের পরে ঘুম থেকে জেগে উঠে সারা রাত জেগে থাকে, নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে এবং অবৈধ মৈথুনাচরণ করে। তমোগুণ অর্থাৎ অজ্ঞানতা বশতই ঐ ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নারকীয় জীবনধারা গড়ে ওঠে এই শ্লোকটির মধ্যে তাই বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানতার প্রভাবে এই ধরনের কাজকর্মকেই *বিকর্ম* বলা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, জড়জাগতিক কাজকর্মে দায়িত্ববান লোক কিংবা জড়জাগতিক কাজকর্মে দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, অথবা পাপকর্মে লিপ্ত কোনও লোকই জীবনের যথার্থ সার্থকতা অর্জন করতে পারে না, যে-সার্থকতা হল কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধুর্য আস্বাদন। যদিও বিভিন্ন সমাজ সঙ্ঘ-সমিতি এবং বিভিন্ন মানুষজন ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করে থাকে, তা হলেও সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়াদিই পরিণামে কৃষ্ণভাবনামৃত স্বরূপ আমাদের নিত্য শাশ্বত আত্মকল্যাণময় বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবই অর্থহীন হয়ে যায়। এই ভাবধারাই রাজর্ষি চিত্রকেতুর অভিব্যক্তির মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৬/১৭/২০) শ্লোকে বিধৃত হয়েছে—

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো বনুগ্রহঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখং এব বা ॥

"এই জড় জগৎ নিত্যপ্রবাহিত নদী স্রোতেরই অনুরূপ। সুতরাং, অভিশাপই-বা কি এবং আশীর্বাদই-বা কি? স্বর্গই-বা কি, এবং নরকই-বা কি? প্রকৃত সুখই-বা কি এবং যথার্থ দুঃখই-বা কি? কারণ স্রোতের মধ্যে তরঙ্গগুলির মতোই সেগুলি নিত্য প্রবহমান রয়েছে, কোনটিরই নিত্যস্থায়ী প্রভাব থাকে না।"

বিতর্ক হতে পারে যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে যেহেতু বিধিবদ্ধ ও বিধিবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ রয়েছে, তাহলে বেদও জড়জগতের মধ্যে ভাল এবং মন্দের ধারণা স্বীকার করে নিয়েছে। যাইহোক, বাস্তব সত্য এই যে, শুধুমাত্র বৈদিক শাস্ত্রাদিই নয়, বদ্ধ জীবগণও জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তার ধারণায় আবদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় প্রবৃত্ত রয়েছে, তাকে তারই মধ্যে যথাযথভাবে নিয়োজিত রাখা এবং ক্রমশ তাকে জীবনের সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত করে তোলাই বৈদিক শাস্ত্রাদির কাজ। জড়জাগতিক সত্ত্বগুণও পারমার্থিক ভাবাপন্ন হয় না, তবে তার ফলে পারমার্থিক জীবনচর্যা ব্যাহত হয় না। যেহেতু সত্ত্বগুণের জড়জাগতিক ভাবধারা মানুষের চেতনা পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং এবং উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানান্বেষণে উন্মুখতা সৃষ্টি করে, তাই এই ধরনের অনুকূল ভিত্তিস্তর থেকেই পারমার্থিক জীবনধারা অনুসরণ করে চলতে হয়, ঠিক যেমন বিমানক্ষেত্রের অনুকূল পরিবেশ থেকেই আকাশ ভ্রমণ শুরু করতে হয়। যদি কেউ নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডনে যেতে চায়, তবে নিউ ইয়র্কের বিমানবন্দরটি থেকে যাত্রা করা অবশ্যই সবচেয়ে অনুকূল জায়গা। কিন্তু যদি কেউ তার বিমানে পৌঁছতে না পারে, তা হলে সে লণ্ডনের কাছে তো নয়ই, এমনকি নিউ ইয়র্কের যারা বিমানবন্দরে যায়নি, তাদের মতোই লণ্ডন থেকে দূরেই থেকে যায়। পক্ষান্তরে বলা চলে, বিমান পর্যন্ত পৌঁছে তাতে আরোহণ করতে পারলে তবেই বিমানবন্দরের সার্থকতা অর্থবহ হয়ে থাকে। তেমনই, জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের অনুকূল পরিবেশ থেকেই পারমার্থিক পর্যায়ে উন্নতি লাভ করতে হয়। জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পর্যায়ে মানুষকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যেই বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে নানা ধরনের ক্রিয়াকর্ম অনুমোদন এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং সেই উন্নত অবস্থা থেকেই মানুষকে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের চিন্ময় পর্যায়ে উন্নতিলাভ করতে হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পর্যায়ে মানুষ উপস্থিত না হলে, জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের স্তরে তার উন্নতিলাভ করা নিরর্থক হয়, ঠিক যেভাবে বিমানবন্দরে পৌঁছতে না পারলে বিমান যাত্রাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেগুলি থেকে মনে হয় জড়জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে ভাল এবং মন্দ বিষয়াদি বুঝে নিতে হয়, কিন্তু বৈদিক বিধিগুলির চরম উদ্দেশ্য পারমার্থিক জীবনের

উপযোগী অনুকূল পরিবেশ রচনা। যদি কেউ অচিরেই পারমার্থিক জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে তার পক্ষে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যাগযজ্ঞাদির রীতিনীতি পালনে কাল অপহরণের কোনও প্রয়োজন থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) অর্জুনকে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী *মহাভারত* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

স্বর্গাদ্যাশ্চ গুণাঃ সর্বে দোষাঃ সর্বে তথৈবচ ।
আত্মনঃ কর্তৃতাভ্রান্ত্যা জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

"জড় জগতের মধ্যে, বদ্ধ জীবগণ স্বর্গবাস এবং সুন্দরী নারী সংসর্গের সুখ উপভোগ করাই সর্বগুণসম্পন্ন বিষয়াদি মনে করে থাকে। তেমনই, দুঃখকষ্টের দুর্বিষহ অবস্থাকে মন্দ মনে করে। অবশ্যই, জড় জগতে ঐ ধরনের সমস্ত ভাল এবং মন্দের ধারণাই নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজেকে সকল কর্মের একমাত্র কর্তা বা অনুষ্ঠাতা মনে করবার মতো মূল ভ্রান্তির ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

পরমাত্মানম্ এবৈকং কর্তারং বেত্তি যঃ পুমান্ ।
স মুচ্যতেঽস্মাৎ সংসারাৎ পরমাত্মানমেতি চ ॥

"অপরদিকে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকেই জড়া প্রকৃতির যথার্থ নিয়ন্তা বলে জানে এবং তিনি পরিণামে সব কিছু চালনা করছেন বলে স্বীকার করে, সে নিজেকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করতে পারে। তেমন মানুষই ভগবদ্ধামে যেতে পারে।"

শ্লোক ৯

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৯ ॥

তস্মাৎ—অতঃপর; **যুক্ত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—সকল ইন্দ্রিয়াদি; **যুক্ত**—অবদমিত করে; **চিত্তঃ**—তোমার মন; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—পৃথিবী; **আত্মনি**—নিজ আত্মার মধ্যে; **ঈক্ষেত**—তুমি দেখবে; **বিততম্**—বিস্তারিত (তার জাগতিক উপভোগের বিষয়রূপে); **আত্মানম্**—এবং নিজ আত্মা; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **অধীশ্বরে**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

অতঃপর, তোমার সকল ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সেইভাবে মনকে অবদমিত করে, তুমি সমগ্র পৃথিবীকে তোমার নিজ আত্মার মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে দেখতে পাবে, সেই আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, এবং এই ব্যক্তিরূপ আত্মাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমার মধ্যেও দেখতে পাবে।

তাৎপর্য

বিততম্ অর্থাৎ "বিস্তারিত" শব্দটি বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জীবাত্মা সমগ্র জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সেইভাবেই, *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*নিত্যঃ সর্বগতঃ*—জীবাত্মা চিরস্থায়ী, এবং জড়জাগতিক ও চিন্ময় জগতের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। অবশ্য, এর দ্বারা বোঝায় না যে, প্রত্যেকটি জীবাত্মা সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তটস্থা শক্তি সর্বত্র বিস্তারিত করেই রেখেছেন। তাই, কেউ যেন অন্ধবিশ্বাস পোষণ না করে যে, কণামাত্র জীবসত্তা সকল বিষয়ে সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে; বরং বোঝা উচিত যে, ভগবানই মহান সত্তা এবং তাঁর আপন শক্তি সর্ব বিষয়ে বিস্তার করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে *আত্মনীক্ষেত বিততম্* শব্দসমষ্টি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল বদ্ধ জীব তাদের যথার্থ প্রভুরূপে মর্যাদা না দিয়েই ভোগতৃপ্তি আহরণের প্রয়াসী হয়, তাদেরই ইন্দ্রিয় সুখের সুবিধার্থে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আত্মসাৎ করবার জন্য জীবগণ নানা প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু জড় জগতের উপরে তাদের আধিপত্য নিতান্ত মায়াময়। জড়া প্রকৃতি এবং বদ্ধ জীবগণ উভয়েই ভগবানের শক্তিরাশি, তাই পরমেশ্বর ভগবানেরই মাঝে সেই সব কিছুরই অবস্থান আর সেই কারণেই সেইগুলি তাঁরই একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে রয়েছে।

প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে থাকে এবং জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যকালের দাস মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি যে মুহূর্তে জড়জাগতিক সুখতৃপ্তির মাঝে মগ্ন হয়, তখনই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির সামর্থ্য হারায়। ভগবান বিষ্ণুর প্রীতিসাধনই ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের যথার্থ লক্ষ্য, এবং ভগবানকে

তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপলব্ধি এবং সেবা নিবেদনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়াদির পক্ষেই অনন্ত চিন্ময় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব নয়। অবশ্য যারা ভগবানের নির্বিশেষ নিরাকার ধারণায় বিশ্বাসী, তারা সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম স্তব্ধ রাখতে চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বক্ষণ নিষ্ক্রিয় রাখতে পারা যায় না, তাই সেইগুলি স্বভাবতই জড়জাগতিক মায়াময় রাজ্যের মধ্যে ক্রিয়াকর্মে প্রবৃত্ত হতে আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মানুষ ইন্দ্রিয়াদি উপভোগ করে থাকে, তা হলে ভগবানের রূপের দিব্য সৌন্দর্য দর্শন করে সে অনন্ত সুখ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তির মাধ্যমে যোগ্য না হলে, জীবকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করবার উপযোগী দিব্য ক্ষমতা অর্পণ করেন না। অতএব, প্রত্যেক বদ্ধ জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার অনাবশ্যক বিচ্ছিন্নতা বোধ অবশ্যই লোপ করতে হবে ভগবানের সচ্চিদানন্দ সঙ্গলাভের আকুলতা নিয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বদ্ধজীবের অন্ধ চক্ষু পুনরুন্মীলনের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে থাকেন, এবং তাই ভগবান স্বয়ং উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করছেন, যাতে ভবিষ্যতে অনুরাগী জীবগণ তাঁর উপদেশাবলীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবিকই, আজও শত শত এবং লক্ষকোটি মানুষ *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী থেকে পারমার্থিক জ্ঞানের উদ্দীপনা লাভ করে থাকে।

শ্লোক ১০

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্ ।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

জ্ঞান—বেদশাস্ত্রাদির সারতত্ত্ব আহরণ করে; **বিজ্ঞান**—এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি; **সংযুক্তঃ**—পূর্ণ অবহিত হয়ে; **আত্ম-ভূতঃ**—আসক্তির বস্তু; **শরীরিণাম্**—সকল দেহধারীগণের (মহান দেবতাগণও); **আত্ম-অনুভব**—আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতির ফলে; **তুষ্ট-আত্মা**—সন্তুষ্টচিত্তে; **ন**—কখনও নয়; **অন্তরায়ৈঃ**—বাধাবিপত্তি; **বিহন্যসে**—প্রগতির পথে বিঘ্ন।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞানের সারতত্ত্ব আহরণ করে এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করে, তারপরে আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং এইভাবে মন সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তখন তুমি সকল দেবতাপ্রমুখ জীবেরই প্রিয়ভাজন হবে, এবং জীবনের কোনও বাধাবিপত্তি তোমার প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জড়জাগতিক বাসনা থেকে যার মন মুক্ত হয়েছে, সে দেবতাদের পূজায় আর আগ্রহী হয় না, যেহেতু ঐ ধরনের পূজার উদ্দেশ্য জড়জাগতিক উন্নতি লাভ। অবশ্য যে সকল শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকারে পূজা আরাধনা নিবেদন করে থাকে, দেবতারাও তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন না। দেবতারা নিজেরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বিনীত সেবকমাত্র, তার দৃষ্টান্ত প্রভূত পরিমাণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের মাঝে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবের শরীরেই নিত্য শাশ্বত আত্মার অবস্থান যে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে, সে সকল জীবেরই প্রিয় হয়ে উঠে। যেহেতু সকলের সাথে নিজেকে সমপর্যায়ভুক্ত জীবরূপে বুঝতে পারা যায়, তাই সেই ধরনের মানুষ কারও প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করে না কিংবা অন্য কোনও জীবের উপরে প্রাধান্য বিস্তারও করতে চায় না। ঈর্ষা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে এবং সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সেই ধরনের আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা স্বভাবতই প্রত্যেকের প্রিয়জন হয়ে উঠে। ষড়্‌গোস্বামীগণের গীতরচনায় তাই বলা হয়েছে—*রাধাধীরজনাপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ।*

শ্লোক ১১

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে ।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ১১ ॥

দোষবুদ্ধ্যা—কোনও কাজ দুষণীয় চিন্তা করার ফলে; **উভয়-অতীতঃ**—উভয় বিষয়ে (জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দ) চিন্তার অতীত; **নিষেধাৎ**—যা নিষিদ্ধ তা থেকে; **ন নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয় না; **গুণ-বুদ্ধ্যা**—যথার্থ বলে মনে করার ফলে; **চ**—এবং; **বিহিতম্**—যা বিধিসম্মত; **ন করোতি**—সে তা করে না; **যথা**—যেভাবে; **অর্ভকঃ**—শিশু।

অনুবাদ

জড়জাগতিক ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, স্বভাবতই সে ধর্মাচরণের অনুশাসনাদি মতো কাজ করে থাকে এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করে। নিষ্পাপ শিশুর মতোই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের কাজ করতে থাকে, এবং জড়জাগতিক ভাল-মন্দের বিচারের মাধ্যমে সে ঐভাবে কাজ করে, তা নয়।

তাৎপর্য

যার মধ্যে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে, সে কখনই খেয়ালখুশিমতো কাজ করে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক কাজের দুটি পর্যায় নির্ধারিত করেছেন—*সাধনভক্তি* এবং *রাগানুগভক্তি*। *রাগানুগ-ভক্তি* হল ভগবদ্ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম অভিব্যক্তির পর্যায়, সেক্ষেত্রে *সাধনভক্তি* বলতে বোঝায় ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিগুলির যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে অভ্যাসচর্চা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এখন যে মানুষ পারমার্থিক দিব্য ভাবনা অনুভব করতে পারছে, সে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিধিনিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুশীলন ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। এইভাবে, পূর্বকৃত অনুশীলনের ফলে, মানুষ সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাপময় জীবন পরিহার করে থাকে এবং সাধারণ পবিত্রতার নির্ধারিত মান অনুসারে কাজকর্ম করে চলে। এর দ্বারা বোঝায় না যে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব সচেতনভাবে পাপকর্ম পরিহার করে এবং পুণ্যকর্ম অনুসরণ করতে থাকে। বরং, তার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃতির প্রভাবেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অতি উত্তম পারমার্থিক ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করতে থাকে, ঠিক যেভাবে কোনও নিষ্পাপ শিশু ক্ষমা, দয়া, সহনশীলতা এবং বিভিন্ন সদ্‌গুণাবলী স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতেই পারে। পারমার্থিকতার চিন্ময় পর্যায়কে শুদ্ধ *সত্ত্ব* অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বলা হয়ে থাকে, যাতে নিম্নস্তরের রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা সর্বদাই কিছুটা কলুষিত জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পার্থক্য বোঝানো যায়। তাই যদি কোনও মানুষকে জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পরিচয়ে জগতের সকলের চোখে বিশেষ ধর্মপ্রাণ বলে মনেও হয়, তা সত্ত্বেও আমরা শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পারমার্থিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ জীবের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা চিন্তা করতে পারি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

যদি কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেবতাদের সকল মহৎ গুণাবলী অভিব্যক্ত করে থাকেন। সেই ধরনের পবিত্রতার অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা এই শ্লোকটিতে বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১২

সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব-ভূত—সকল জীবের প্রতি; সুহৃৎ—সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী; শান্তঃ—প্রশান্ত; জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান এবং দিব্য আত্ম উপলব্ধি; নিশ্চয়ঃ—সুনিবদ্ধ; পশ্যন্—লক্ষ্য করেন; মৎ-আত্মকম্—আমার দ্বারা সর্বব্যাপ্ত; বিশ্বম্—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; ন বিপদ্যেত—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে কখনই পতিত হয় না; বৈ—অবশ্য; পুনঃ—পুনরায়।

অনুবাদ

যিনি সর্বজীবের প্রতি সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী, যিনি জ্ঞানে এবং আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ়নিশ্চিত, তিনি আমাকে সর্বব্যাপ্ত লক্ষ্য করে থাকেন। তিনি কখনই জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে আর পতিত হন না।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; আদিষ্টঃ—আদেশ লাভ করে; ভগবতা—পরমেশ্বর ভগবান; মহা-ভাগবতঃ—মহান ভগবদ্ভক্ত; নৃপ—হে রাজা; উদ্ধবঃ—উদ্ধব; প্রণিপত্য—শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত হয়ে; আহ—বললেন; তত্ত্বম্—বিশেষ জ্ঞানগর্ভ সত্য; জিজ্ঞাসুঃ—জ্ঞান আহরণে আগ্রহী; অচ্যুতম্—পরমেশ্বর ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হলে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানিয়ে এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উদ্ধবকে *তত্ত্বং জিজ্ঞাসু*, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান আহরণে আগ্রহী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উদ্ধব যথার্থই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা

নিবেদনের মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা লাভ হয় বলে মনে করেন। তাই তত্ত্বং *জিজ্ঞাসু* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জগৎ পরিত্যাগ করে অন্তর্ধান করছেন, সেইজন্য উদ্ধব ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি সুনিবিড় করতে উৎসুক হয়েছেন, যাতে তিনি ভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রেমময় সেবানিবেদনে আরও আগ্রহী হতে পারেন। সাধারণ দার্শনিক বা পণ্ডিতজনের মতো, কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিজের সুখ ভোগের জন্য জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হন না।

শ্লোক ১৪

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব ।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণ ॥ ১৪ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যোগ-ঈশ**—হে যোগশিক্ষার সকল সুফলপ্রদাতা; **যোগবিন্যাস**—হে প্রভু, যোগাভ্যাসে অনভিজ্ঞ মানুষকেও আপনার নিজ ক্ষমতাবলে সার্থকতা প্রদান করেন; **যোগ-আত্মন্**—যোগ-মাধ্যমে উপলব্ধ হে পরমাত্মা; **যোগ-সম্ভব**—হে সকল যোগশক্তির উৎস; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম কল্যাণার্থে; **মে**—আমাকে; **প্রোক্তঃ**—আপনি বর্ণনা করেছেন; **ত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **সন্ন্যাস**—সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে; **লক্ষণঃ**—লক্ষণাদিসহ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, একমাত্র আপনিই যোগচর্চার সুফল প্রদান করেন, এবং আপনিই কৃপা করে আপনার ক্ষমতাবলে যোগ অনুশীলনের সার্থকতা আপনার ভক্তকে অর্পণ করেন। সুতরাং আপনি যোগের মাধ্যমে উপলব্ধ পরমাত্মা, এবং আপনিই সকল যোগ শক্তির উৎস। আমার পরম কল্যাণার্থে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে জড়জাগতিক পৃথিবী পরিত্যাগ করে যাওয়ার পদ্ধতি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *যোগেশ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার যোগাভ্যাসের ফল প্রদান করে থাকেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীর থেকেই জড় এবং চিন্ময় সকল প্রকার জগৎ উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি ভিন্ন কোনও যোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ফললাভ করা যায় না। আর যেহেতু ভগবান তাঁর শক্তিরাশির নিত্য প্রভু, তাই পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতিরেকে

কোনও যোগ পদ্ধতি, কিংবা অন্য কোনও প্রকার পারমার্থিক বা জড়জাগতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও কিছুই লাভ করা যায় না। *যোগ* শব্দটির অর্থ "সংযোগ সাধন", এবং আমরা নিজেদের যদি পরম তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তা হলে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়ে থেকে যাই। এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণই যোগচর্চার পরম লক্ষ্য।

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে, আমরা বৃথাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে আমাদের সংযোগ সাধন করতে থাকি। পুরুষ চায় নারীর সাথে সংসর্গ আর নারী চায় পুরুষের সঙ্গ, কিংবা লোকে চায় জাতীয়তাবোধ, সমাজতন্ত্রবাদ, ধনতন্ত্র কিংবা ভগবানের মায়াশক্তির আরও অগণিত মায়াময় ভাবধারার সৃষ্টির মধ্যে ভাবসংযোগ। যেহেতু আমরা অনিত্য অস্থায়ী বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমরা নিজেদের সংযোগ সাধন করে থাকি, তাই সেইগুলির সাথে আমাদের সম্বন্ধও হয় অস্থায়ী, তা থেকে ফললাভও হয় অস্থায়ী, এবং মৃত্যুকালে যখন ঐ সব কিছুর সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্ক অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমরা বিভ্রান্ত বোধ করে থাকি. অবশ্য, আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি, তা হলে মৃত্যুর পরেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে প্রবহমান থাকবে। তাই *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে ইহজীবনে আমরা যে সম্পর্ক গড়ে তুলি, তা পরজন্মেও বর্ধিত পরিমাণে প্রবহমান থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধামে প্রবেশের পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত দিব্য জীবনচর্যা অনুসরণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ব্রত সাধনে যারা সর্বান্তঃকরণে সেবা নিবেদন করে থাকে, তারা ইহজীবনের শেষে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে।

মানসিক কল্পনার সাহায্যে চিরস্থায়ী মর্যাদার কোনও অবস্থান কেউ কখনও অর্জন করতে পারে না এবং সাধারণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখভোগের কথা আর বলে কী লাভ। হঠযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে কোনও মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রেমময় সেবা নিবেদনের প্রবৃত্তি বাস্তবিকই জাগিয়ে তুলতে পারে না। তার ফলে, চিন্ময় আনন্দের দিব্য আস্বাদন লাভের সুযোগ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকে। কখনও বা বদ্ধজীব তার ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত সাধনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, বিরক্তির সাথে জড়জগৎ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নির্বিশেষ নিরাকার অনায়াসসাধ্য দিব্যভাবে বিলীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রেমময় সেবা নিবেদনে নিয়োজিত থাকতে পারাই আমাদের জীবনের যথার্থ সুখের

অবস্থা বলে মনে করা উচিত। সমস্ত রকমের বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি ক্রমশ মানুষকে ভগবৎ প্রেমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এমনই সুখময় মর্যাদাকর অবস্থানে বদ্ধজীবকে পুনরধিষ্ঠিত করাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্তমান যুগের উপযোগী পরম শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তন অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সার্থকতা সহজলভ্য করেছেন।

শ্লোক ১৫

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥ ১৫ ॥

ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; **অয়ম্**—এই; **দুষ্করঃ**—দুঃসাধ্য; **ভূমন্**—হে ভগবান; **কামানাম্**—জাগতিক ভোগ; **বিষয়**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আত্মভিঃ**—আসক্ত; **সুতরাম্**—বিশেষত; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **সর্ব-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **অভক্তৈঃ**—যারা ভক্তহীন; **ইতি**—তাই; **মে**—আমার; **মতিঃ**—অভিমত।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরমাত্মা, যাদের মন ইন্দ্রিয় উপভোগে আসক্ত, এবং বিশেষত যারা আপনার প্রতি ভক্তিভাবশূন্য, তাদের পক্ষে ঐভাবে জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করা অতীব কষ্টসাধ্য। এটাই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই যারা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবাপন্ন, তারা কোনও কিছুই তাদের আপন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে না, বরং সেই সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবার জন্য উৎসর্গ নিবেদনের জন্য গ্রহণ করে থাকে। *বিষয়াত্মভিঃ* শব্দটি বোঝায়, যে সব মানুষ জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলিকে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ না করে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগের কাজে লাগাতে চায়। ঐ ধরনের জড়বাদী মানুষদের মনও সেইভাবে যথাযথ বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, এবং বস্তুত ঐ সব মানুষ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করাও দুঃসাধ্য মনে করে। উদ্ধবের এটাই অভিমত।

শ্লোক ১৬

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে ।
তত্ত্বজ্ঞসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সে; অহম্—আমি; মম অহম্—'আমি' এবং 'আমার' মিথ্যা অভিমান; ইতি—এইভাবে; মূঢ়—অতীব নির্বোধ; মতিঃ—চেতনা; বিগাঢ়ঃ—মগ্ন; ত্বৎ-মায়য়া—আপনার মায়া শক্তির দ্বারা; বিরচিত—সৃষ্ট; আত্মনি—শরীর মধ্যে; স-অনুবন্ধে—দেহ সম্পর্কিত বিষয়ে; তৎ—অতঃপর; তু—অবশ্য; অঞ্জসা—অনায়াসে; নিগদিতম্—যেভাবে উপবিষ্ট; ভবতা—আপনার দ্বারা; যথা—যে প্রথায়; অহম্—আমি; সংসাধয়ামি—সাধন করতে পারি; ভগবন্—হে ভগবান; অনুশাধি—শিক্ষা প্রদান করুন; ভৃত্যম্—আপনার দাস।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি নিজেই অতীব নির্বোধ, কারণ আমার জড়জাগতিক দেহ এবং দেহসম্পর্কিত বিষয়ানুবন্ধে আমি আপনার মায়াবলে মগ্ন হয়ে রয়েছি। তাই, আমি মনে করছি, "এই দেহটি আমি, এবং এই সমস্ত মানুষই আমার আত্মীয় স্বজন।" অতএব, হে ভগবান, আপনার দাসকে কৃপা করে উপদেশ প্রদান করুন। কৃপা করে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন যাতে অনায়াসে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারি।

তাৎপর্য

জড় দেহটির সাথে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করা খুবই কঠিন কাজ, এবং তাই আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তথাকথিত দৈহিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নিয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকি। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে অন্তরে কঠিন যন্ত্রণা হতে থাকে এবং দুঃখ-হতাশা আর আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি। এখানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে উদ্ধব সাধারণ মানুষেরই মতো দেখাচ্ছেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়। বাস্তবিকই আমরা লক্ষ্য করি যে, বহু পাপময় মানুষ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে প্রবেশ করে এবং প্রাথমিক শুদ্ধতার পরেই তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য বিষম অনুতপ্ত হতে থাকে। যখন তারা উপলব্ধি করে যে, মায়াময় পরিবেশের মাধ্যমে তারা কতরকম অনাবশ্যক বিষয়ের অনুধাবনের ফলে ভগবানের সাথে আপন আত্মিক সম্বন্ধ বর্জন করেছিল, তখন তারা স্তম্ভিত হয়; সুতরাং তখন তারা সর্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে যেন তারা পারমার্থিক ভগবদ্ভক্তির সেবা অনুশীলনে নিত্যকাল নিয়োজিত থাকতে পারে। এই ধরনের অনুশোচনামূলক উদ্বিগ্ন মনোভাব পারমার্থিক প্রগতির পথে বিশেষ মঙ্গলময়। মায়ার কবল থেকে মুক্তিলাভে আগ্রহী ভক্তের প্রার্থনায় ভগবান অবশ্যই সাড়া দিয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৭

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে ।
সর্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

সত্যস্য—পরমতত্ত্বের; তে—আপনাকে ব্যতীত; স্ব-দৃশঃ—যিনি আপনাকে প্রকাশিত করেন; আত্মনঃ—আমার নিজের জন্য; আত্মনঃ—পরমেশ্বর ভগবানের চেয়েও; অন্যম্—অন্য; বক্তারম্—যথার্থ বক্তা; ঈশ—হে ভগবান; বিবুধেষু—দেবতাদের মধ্যে; অপি—এমনকি; ন—না; অনুচক্ষে—আমি দেখতে পাই; সর্বে—তাদের সকলে; বিমোহিত—বিভ্রান্ত; ধিয়ঃ—তাদের চেতনা; তব—আপনার; মায়য়া—মায়া বলে; ইমে—এই সকল; ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা প্রমুখ; তনু-ভৃতঃ—জড় দেহে বদ্ধ আত্মাগণ; বহিঃ—বাহ্যিক বস্তুসমূহ; অর্থ—পরমার্থ; ভাবাঃ—চিন্তা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমতত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনার ভক্তমণ্ডলীর কাছে আপনাকে প্রকাশিত করে থাকেন। আপনার ভগবত্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে আমি যথাযথ জ্ঞান যথেষ্ট মনে করি না—অন্য কেউ আমাকে যথার্থ জ্ঞান বোঝাতে পারে না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মাঝে তেমন যথার্থ শিক্ষক লক্ষ্য করা যাবে না। বাস্তবিকই, ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাদের সকলেই আপনার মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরাও বদ্ধ জীবের মতো নিজেদের জড়দেহ ধারণ করেন এবং তাঁদের দৈহিক অংশপ্রকাশই সর্বোত্তম বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সামান্য পিপীলিকা পর্যন্ত, সকল বদ্ধজীবই ভগবানের মায়াবলে জড়দেহের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, উদ্ধব এখানে তা বর্ণনা করেছেন। স্বর্গের দেবতারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় মগ্ন থাকেন বলে সর্বসময়ে তাঁদের মহিমান্বিত জড়জাগতিক শক্তিসামর্থ্য ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা ক্রমশ তাঁদের আশ্চর্য ক্ষমতার মাধ্যমে উপলব্ধ শরীরে মন নিবদ্ধ করেন এবং তাঁদের স্বর্গীয় ঐশ্বর্যময় স্ত্রীপুত্র, সহকর্মী এবং বন্ধুদের নিয়ে চিন্তা করে থাকেন। স্বর্গীয় গ্রহলোকে জীবনযাপনের সময়ে দেবতারাও জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দের কথা চিন্তা করেন, এবং সেই জন্যই তাঁদের শরীরের তাৎক্ষণিক কল্যাণ চিন্তাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে থাকেন।

দেবতারা অবশ্য ভগবানের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতেই প্রয়াসী হন। আর এইভাবে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন এবং স্বর্গীয় পুরুষদের তাঁর নিজ পরম সত্তা উপলব্ধিতে সাহায্য করেন, যে শক্তি দেবতাদের শক্তিসামর্থ্যের অপেক্ষা বহুলাংশেই শ্রেষ্ঠতর। ভগবান শ্রীবিষ্ণু সচ্চিদানন্দময় নিত্য শরীর ধারণ করে থাকেন এবং তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যময় গুণসম্পন্ন হন, অথচ দেবতাদের শুধুমাত্র বর্ণাঢ্য জড়দেহ থাকে, যা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীনস্থ।

যেহেতু দেবতাগণ ভগবানের সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসনে আসক্ত হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের ভগবদ্ভক্তি জড়জাগতিক কামনা বাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁরা বৈদিক জ্ঞান সম্ভারের যে সকল ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তাঁদের স্বর্গীয় জীবন দীর্ঘায়িত করবার অনুকূলে যে সকল জড়জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয়, সেইগুলি অর্জনের জন্য বৈদিক জ্ঞানের সেই অংশগুলি আয়ত্ত করে থাকেন। উদ্ধব অবশ্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে, নিত্য শাশ্বত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনেই আগ্রহী এবং তাই দেবতাদের মতো চাকচিক্যময় ভাবাবেগ পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান আহরণে কিছুমাত্র আগ্রহী নন। জড়জাগতিক পৃথিবী এক সুবিশাল কারাগার যেখানে বাসিন্দারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং মায়ার অধীন হয়ে থাকে, এবং কোনও শুদ্ধভক্তই দেবতাদের মতো সেখানে শ্রেষ্ঠ বন্দী হয়ে থাকতে চান না। উদ্ধব ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে ইচ্ছুক এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভগবান *স্ব-দৃশঃ* সত্তা, অর্থাৎ তিনি ভক্তের কাছে আপনাকে দৃশ্যমান করে থাকেন। তাই, ভগবান স্বয়ং, অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের বাণী শুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করে থাকেন, তিনিই মানুষকে জড়জাগতিক আকাশের প্রান্তরে যেখানে চিন্ময় গ্রহলোক মুক্ত পরিবেশে রয়েছে, যেখানে মুক্ত আত্মা পুরুষেরা নিত্য শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপন করে থাকেন।

শ্লোক ১৮

তস্মাদ্ ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ।
নির্বিণ্ণধীরহমু হে বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ভবন্তম্**—আপনার কাছে; **অনবদ্যম্**—অতুলনীয়; **অনন্ত-পারম্**—অপার অনন্ত; **সর্বজ্ঞম্**—সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অকুণ্ঠ**—

যে কোনও শক্তির দ্বারা অবিচলিত; **বিকুণ্ঠ**—চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম; **ধিষ্ণ্যম্**—যাঁর নিজধাম; **নির্বিণ্ণ**—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসভাবে; **ধীঃ**—আমার মন; **অহম্**—আমি; **উ হে**—হে (ভগবান); **বৃজিন**—জড়জাগতিক বিপর্যয়ে; **অভিতপ্তঃ**—বিক্ষুব্ধ; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি; **নর-সখম্**—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগণের সখা; **শরণম্ প্রপদ্যে**—আমি আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হই।

অনুবাদ

সুতরাং, হে ভগবান, জড়জাগতিক জীবনে বিপর্যস্ত হয়ে এবং তার মাঝে দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে, এখন আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যথার্থ প্রভু, আপনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সকল দুঃখকষ্ট থেকে বিবর্জিত বৈকুণ্ঠধামে আপনার চিন্ময় আবাস। বস্তুত, আপনি শ্রীনারায়ণ রূপে সকল জীবের যথার্থ মিত্ররূপে সুবিদিত।

তাৎপর্য

স্বপ্রতিষ্ঠিত মানুষ বলে কেউই দাবি করতে পারে না, কারণ প্রত্যেকেই জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ এবং মন দিয়ে কাজ করে বড় হয়। প্রকৃতির নিয়মে, জড়া প্রকৃতির মাঝে সকল সময়েই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকে, এবং বদ্ধ জীবকে মাঝে মাঝেই প্রবল দুর্যোগ দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত হতেই হয়। এখানে উদ্ধব মন্তব্য করেছেন যে, একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বদ্ধ জীবগণের যথার্থ প্রভু, সখা এবং আশ্রয়স্থল। বিশেষ কোনও মানুষ কিংবা দেবতার সদ্‌গুণাবলীতে আমরা আকৃষ্ট হতে পারি, কিন্তু পরে সেই মানুষ বা দেবতার মধ্যেও নানা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে পারি। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণকে *অনবদ্যম্* বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের নিজ আচরণ বা চরিত্রের মধ্যে কোনও ব্যতিরেক লক্ষ্য করা যায় না; তিনি নিত্য অতুলনীয় পুরুষ।

প্রভু, পিতা কিংবা দেবতাকে আমরা বিশ্বস্তভাবে সেবা করতে পারি, কিন্তু যখন বিশ্বস্তভাবে সেবার জন্যে পুরস্কার লাভের সময় আসবে, তখন প্রভুর মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকতেও পারে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *অনন্তপারং* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝায় যে, তিনি কাল বা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। *অন্ত* শব্দটি বোঝায় কালের সীমা, এবং *পার* শব্দটি বোঝায় পরিধির সীমা; অতএব *অনন্ত-পারম্* শব্দের অর্থ এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাল এবং পরিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকেন না এবং তাই তিনি নিয়তই তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের পুরস্কৃত করার জন্য কর্তব্যপালন করে থাকেন।

পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কারও সেবা যদি করি, আমাদের সেই মনিব আমাদের সেবার কথা ভুলে যেতে পারে কিংবা অকৃতজ্ঞ হতেও পারে। তাই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *সর্বজ্ঞম্* অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী বলা হয়েছে। তিনি কখনই তাঁর ভক্তের সেবা ভুলতে পারেন না, তাই তিনি কখনই অকৃতজ্ঞ হন না। বস্তুত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দের ত্রুটি বিচ্যুতি স্মরণে রাখেন না, কিন্তু শুধুমাত্র তারা যে সব সেবা আন্তরিকভাবে নিবেদন করেছে, সেইগুলি তিনি মনে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সেবা নিবেদনের আরও একটি অসুবিধা এই যে, যখন আমরা বিপদগ্রস্ত হই, তখন আমাদের মনিব আমাদের রক্ষা করতে পারে না। যদি আমাদের জাতির আশ্রয় নিই, সেই জাতি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। যদি আমাদের পরিবারবর্গের আশ্রয় নিই, তাদেরও সকলে মারা যেতে পারে। আর বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দেবতারাও অনেক সময়ে অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেহেতু *ঈশ্বর* অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই কোনও বিপদে-আপদে তাঁর পরাজয় কিংবা অন্য কোনও শক্তির কাছে তাঁর অবনত হওয়ার কোনও বিপদাশঙ্কা নেই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অনন্তকাল কার্যকর থাকে।

যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা না করি, তা হলে তাঁর প্রতি সেবার অন্তিম ফললাভ সম্পর্কে কিছু মাত্রও জানতে পারি না। কিন্তু এখানে *অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্* রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নিত্য ধাম আছে যার নাম বৈকুণ্ঠ, এবং ধামে কখনও কোনও বিঘ্ন বিপত্তি ঘটে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবকেরা ভগবানের নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করে নিত্য জীবনে সুখ এবং আনন্দ লাভ করতে আগ্রহী হন। অবশ্য, দেবতারা পর্যন্ত আজ নয় কাল বিনাশ প্রাপ্ত হবেন, তাহলে সামান্য মানুষদের কথা আর কী বলার আছে, তাদেরও একদিন বিনাশ প্রাপ্ত হতেই হবে।

উদ্ধব তাঁর নিজ অবস্থান বর্ণনা করে বলেছেন *নির্বিণ্ণধীঃ* এবং *বৃজিনাভিতপ্তঃ*। পরোক্ষভাবে বলা চলে, উদ্ধব বলেছেন যে, জড়জাগতিক জীবনধারার পরস্পরবিরোধিতা এবং জ্বালাযন্ত্রণায় তিনি অবসন্ন এবং হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাই, তিনি প্রত্যেকটি জীবেরই একান্ত সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে প্রণত হতে বাধ্য হয়েছেন। জড়জাগতিক পৃথিবীতে সামান্য ক্ষুদ্র মানুষদের জন্য মহামানবদের সময় ব্যয় করা চলে না। কিন্তু ভগবান যদিও এক মহাপুরুষ, তবু তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই বিরাজমান রয়েছেন; তাই তো তিনি পরম কৃপাময়। এমন কি, *নার* অর্থাৎ ভগবানের পুরুষ অংশপ্রকাশ, যিনি জড়জগতের

সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন, তাঁরও পরম আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীবকে বলা হয় *নর*, এবং তার জড়জাগতিক অবস্থানের সূত্র তথা উৎস হলেন *নার* অর্থাৎ মহাবিষ্ণু। *নারায়ণ* শব্দটি বোঝায় যে, মহাবিষ্ণুও তাঁর আশ্রয় লাভ করেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মাঝে, তাই তিনি অবশ্যই পরম তত্ত্ব। যদিও আমাদের চেতনা বর্তমানে পাপময় প্রবৃত্তি-প্রভাবে কলুষিত হয়ে রয়েছে, তবু যদি আমরা উদ্ধবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে সব কিছুই সংশোধিত হয়ে উঠতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ বলতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াস এবং তাঁকে অনুসরণ করা বোঝায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* মধ্যে এই দাবিই করেছেন, এবং আমরা যদি ভগবানের আদেশানুসারে জীবন গঠন করি, তা হলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে শুভপ্রদ এবং সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আশাতীতভাবে তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধামে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পারি।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন; **প্রায়েণ**—সচরাচর; **মনুজাঃ**—মানবজাতি; **লোকে**—এই জগতে; **লোক-তত্ত্ব**—জড়জগতের যথার্থ অবস্থা; **বিচক্ষণাঃ**—যিনি সম্যকভাবে জানেন; **সমুদ্ধরন্তি**—তারা উদ্ধার লাভ করে; **হি**—অবশ্যই; **আত্মানম্**—নিজেদের; **আত্মনা**—তাদের নিজবুদ্ধিবলে; **এব**—সুনিশ্চিত; **অশুভ-আশয়াৎ**—ইন্দ্রিয় উপভোগের আকাঙ্ক্ষাজনিত অশুভ প্রবণতা থেকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—সচরাচর যে সব মানুষ দক্ষতার সঙ্গে জড় জগতের যথার্থ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, তারা তুচ্ছ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগময় অশুভ জীবনযাত্রার উর্ধ্বে নিজেদের উন্নীত করে তুলতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

উদ্ধব পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মধ্যে দিয়ে ভগবানের কাছে তাঁর অধঃপতিত অবস্থা এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার পরিস্থিতি বর্ণনা

করেছেন। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে উদ্ধবকে বলছেন যে, উদ্ধবের চেয়েও অনেকাংশে হীনজ্ঞান মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অশুভ জীবনচর্যা থেকে নিজেদের উদ্ধার করে আনতে পারে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, যদি কেউ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পরামর্শ লাভ করতে না পারে, তবুও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, এই জড় জগত ভোগ উপভোগের স্থান নয়। প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পদ এবং পরোক্ষ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় অন্য সকলের অভিজ্ঞতা শ্রবণ এবং পাঠ অধ্যয়ন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, স্বর্গের দেবতাদের চেয়েও উদ্ধব অনেক বেশি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অবশ্য উদ্ধব নিরুৎসাহিত বোধ করছিলেন, কারণ তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন নিবেদনের জন্য নিজেকে অযোগ্য বলেই মনে করছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই উদ্ধব সার্থক জীবনচর্যার স্তরেই বিরাজমান হতে পেরেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর একান্ত পারমার্থিক গুরুদেবরূপে তিনি লাভ করেছিলেন। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যমণ্ডলীও এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের উপদেশাবলীর মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভ করে চলেছেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কোনও নিষ্ঠাবান সদস্যেরই কখনই হতাশাচ্ছন্ন হওয়া অনুচিত, বরং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দিব্য আশীর্বাদ স্মরণে রেখে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যথাকর্তব্য সাধনে আত্মনিয়োজিত থাকাই উচিত। জড়জগতের মাঝে, কয়েক ধরনের কাজকর্ম শুভফলপ্রদায়ী এবং সুখময়, অন্যদিকে অপরাপর কাজকর্ম পাপময় হয় বলেই, সেগুলি অশুভ আর তাই অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। এমন কি, কৃষ্ণভাবনাময় পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ কৃপা এখনও যেব্যক্তি অর্জন করেনি, তার পক্ষেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহকারে উপলব্ধি করা উচিত যে, সাধারণ জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে কোনও সুখ থাকে না এবং জড়জাগতিক পরিধির বাইরেই যথার্থ আত্ম-পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনও মানুষ যদি শুধুমাত্র জড়জাগতিক জ্ঞান ছাড়াও পারমার্থিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়, তা হলেও সে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ লাভে অবহেলা করলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাকে প্রবেশ করতে হয়। সুতরাং, এই শ্লোকটিকে কেউ যেন এমনভাবে অপব্যাখ্যা না করে, যার ফলে শুদ্ধ ভক্ত

পারমার্থিক গুরুদেবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। বিচক্ষণ মানুষ শেষ পর্যন্ত জড় বস্তু এবং চিন্ময় বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। তেমন মানুষই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে চিনতে পারে। জ্ঞানবান মানুষ নিঃসন্দেহে নম্রবিনয়ী হন, এবং এইভাবেই সুদক্ষ উত্তম জ্ঞানী পুরুষ কখনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তবৃন্দের চরণকমল লাভে অবহেলা করেন না।

শ্লোক ২০

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মনঃ—নিজের; **গুরুঃ**—পারমার্থিক শিক্ষাগুরু; **আত্মা**—নিজে; **এব**—অবশ্য; **পুরুষস্য**—কোনও মানুষের; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **প্রত্যক্ষ**—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে; **অনুমানাভ্যাম্**—এবং যুক্তি সহযোগে; **শ্রেয়ঃ**—যথার্থ উপকার; **অসৌ**—সে; **অনুবিন্দতে**—অবশেষে লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর চারদিকের জগৎ পর্যবেক্ষণে দক্ষ হলে এবং যথার্থ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে, তাঁর নিজ বুদ্ধিবলে যথাযথ উপকার লাভ করতে পারেন। এইভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষ নিজেই নিজের পারমার্থিক শিক্ষাগুরুরূপে জীবনচর্যার সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন।

তাৎপর্য

যদুরাজ এবং অবধূতের কথোপকথনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, সপ্রতিভ সুবিবেচক মানুষ শুধুমাত্র তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতটিকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান ও সুখ অর্জন করতে পারে। অন্যান্য জীবের সুখ এবং দুঃখ লক্ষ্য করবার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে কোন্‌টি কল্যাণকর এবং কোন্‌টি ক্ষতিকর।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন—*গুর্বনুসরণে প্রবর্তক ইত্যর্থঃ* —নিজগুণে যথার্থ উপলব্ধি এবং সুবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার অর্জিত জ্ঞানসম্পদ কাজে লাগিয়েই মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূর মর্যাদা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। এই শ্লোকের মধ্যে *শ্রেয়ঃ* শব্দটি বোঝায় যে, নিজ বুদ্ধির মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনে সফল হতে পারে। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই ক্রমশ কৃষ্ণসেবকরূপে মানুষ তার চিরন্তন মর্যাদা ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে, এবং তার পরে সে ক্রমশ অন্যান্য জ্ঞানবান মানুষদের সঙ্গলাভে উৎসুক হতে থাকে। সৎসঙ্গে

কাশীবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারায় উজ্জ্বল ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ এই যে, তিনি অন্যান্য মহাত্মা ব্যক্তির সম্পর্কলাভে উৎসাহী হন। এইভাবেই মানুষ এই জড়জাগতিক পৃথিবীর সব কিছু যথাযথভাবে সচেতন মনোযোগ সহকারে বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের ফলে ভক্তসঙ্গের মধ্যে দিয়ে পারমার্থিক জীবন-যাপনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ২১

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥ ২১ ॥

পুরুষত্বে—মানবরূপী জীবনে; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **ধীরাঃ**—পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে ঈর্ষা-দ্বেষ বর্জিত; **সাংখ্যযোগ**—বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানচর্চা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিভাব অনুশীলনে পারমার্থিক বিজ্ঞান; **বিশারদাঃ**—অভিজ্ঞ; **আবিস্তরাম্**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত; **প্রপশ্যন্তি**—তাঁরা স্পষ্টই লক্ষ্য করেন; **সর্ব**—সকল; **শক্তি**—আমার শক্তির মাধ্যমে; **উপবৃংহিতম্**—সম্পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত।

অনুবাদ

মানব জীবনে যাঁরা আত্মসংযমী এবং সাংখ্যযোগে অভিজ্ঞ, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমার সকল শক্তির মাধ্যমে আমাকে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

আমরা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে নিম্নরূপ বিবৃতি লক্ষ্য করেছি—*পুরুষত্বে চাবিস্তরাম্ আত্মা সাহিত-প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্যেনামৃতম্ ঈপ্সত্যেবং সম্পন্নোঽথেতরেষাং পশূনাম্ অশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানম্*। "মানব জীবনে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের উপযোগী বুদ্ধিমত্তা নিয়েই আত্মা দেহ ধারণ করে থাকে। তাই, এই মানব জীবনেই জীবাত্মা আত্ম-উপলব্ধি সম্পর্কিত আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ভবিষ্যতের আভাস পেতে শেখে এবং ইহজন্ম ও পরজন্মের বাস্তব সত্য নিরূপণেও সচেষ্ট হতে উদ্যোগী হয়। মরণশীল জীব ইহজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে, মানবরূপী জীবাত্মা অমরত্ব লাভের জন্য উদ্যোগী হতে প্রয়াসী হয়, এবং মানব শরীর সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আত্মার সেই রূপ সমুন্নত মর্যাদা নিয়ে, আত্মা অবশ্যই পশুদের উপযোগী আহার এবং পানাভ্যাসের মতো সাধারণ আচরণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে।"

মানবরূপী জীবন (*পুরুষত্বে*) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই জীবনের মাধ্যমেই আমাদের অস্তিত্ব পরিশুদ্ধ করে তোলার সুযোগ লাভ করে থাকি। এখানে সাংখ্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অতি সুন্দরভাবে ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে উপদেশ প্রদানের সময়ে উপস্থাপন করেছিলেন। শ্রীকপিলদেব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান এবং তাঁর মাতা তাঁর কাছে এসে এইভাবে বলেছিলেন—

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥

"আমার জড়েন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিঘ্নিত হয়ে আমি বিশেষ অসুখী হয়েছি, কারণ হে ভগবান, এই প্রকার ইন্দ্রিয় বিঘ্নের কারণে আমি অজ্ঞতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/৭)

ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর জননীকে সকল প্রকার জড়জাগতিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণাত্মক সারতত্ত্ব প্রদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীকপিলদেবের জননী নারী ছিলেন বলে এবং ঐ প্রকার অতি বিশদ পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে অক্ষম বলে মনে করে শ্রীকপিলদেব কোনও দ্বিধা করেননি। তাই এইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের মধ্যে মুক্তাত্মা পুরুষদের সঙ্গলাভের ফলে যে কোনও মানুষ, নারী-পুরুষ, কিংবা শিশুও নির্বিচারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত হয়ে উঠতে পারে। শ্রীকপিলদেবের প্রতিপাদ্য অতি উচ্চজ্ঞানের আধারস্বরূপ সাংখ্য প্রক্রিয়ার গভীর তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধভক্তের চরণে এবং ভগবৎপ্রেমের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের উপদেশাবলীর মধ্যে, তিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সাংখ্যযোগবিশারদাঃ*—যারা শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয়গ্রহণে অভিজ্ঞ এবং তার ফলে এই জগতের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নিজ রূপে, তাঁর অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিরাশির সাথে দর্শন করতে সক্ষম হয়।

পারমার্থিক গুরু তাঁর পারমার্থিক গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সদ্গুরু হয়ে উঠেন; তবে এই অধ্যায়ে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ নিজেই নিজের গুরু হতে পারে। এর অর্থ এই যে, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী মানুষ এই জগতের প্রকৃতি এবং তার নিজের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের মানুষই তখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে

এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উন্নত ভক্তদের কৃপা লাভ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, সাংখ্যযোগ যেভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের পাদপদ্মের কৃপালাভের গুরুত্বমণ্ডিত ভক্তিযোগে আত্মনিয়োগের সঙ্গে, জ্ঞানযোগ পদ্ধতির কঠোর বুদ্ধিদীপ্ত উন্নতির প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিযোগ পদ্ধতিরই অন্তর্গত একটি অনুষঙ্গ জ্ঞানযোগ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ *জ্ঞানগম্য* অর্থাৎ সকল জ্ঞানের লক্ষ্য। শ্রীভগবানও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং নিষ্ঠাবান ভক্তকে সকল প্রকারে জ্ঞানে উদ্ভাসিত করেন। এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জগতের মাঝে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কিভাবে ভগবানের স্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে উদ্ধবকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ভগবান এই প্রসঙ্গে উদ্ধবকে আরও ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে সমাধিস্থ অবস্থায় ভ্রমণ করবেন এবং এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে উদ্ধবকে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন যাতে তিনি যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো ভ্রমণ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করতে থাকবেন।

শ্লোক ২২

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ ।
বহ্বয়ঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥ ২২ ॥

এক—এক; **দ্বি**—দুই; **ত্রি**—তিন; **চতুঃ**—চার; **পাদঃ**—পদযুক্ত; **বহু-পাদঃ**—বহুপদবিশিষ্ট; **তথা**—ও; **অপদঃ**—পদবিহীন; **বহ্বয়ঃ**—বহু; **সন্তি**—আছে; **পুরঃ**—বিভিন্ন প্রকার দেহ; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **তাসাম্**—তাদের; **মে**—আমাকে; **পৌরুষী**—মানবরূপ; **প্রিয়া**—অতি প্রিয়তম।

অনুবাদ

এই জগতে নানা ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে—কোনটি একপদ, অন্যেরা দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ কিংবা বহুপদবিশিষ্ট, আবার আরও অনেকের কোন পা থাকে না—তবে এই সকলের মধ্যে, মানব রূপই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক সৃষ্টির পরম উদ্দেশ্য—বদ্ধজীবকে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া। যেহেতু বিশেষভাবে মানবরূপী জীবনধারার মাধ্যমেই বদ্ধজীবদের এইভাবে উদ্ধারলাভ সম্ভব, তাই স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারেই পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবানের কাছে এই মানবরূপ বিশেষভাবে প্রিয়।

শ্লোক ২৩

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্ ।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র—এখানে (মানবরূপে); **মাম্**—আমার পক্ষে; **মৃগয়ন্তি**—তারা অনুসন্ধান করে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **যুক্তাঃ**—অবস্থিত; **হেতুভিঃ**—লক্ষণাদিসহ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ**—বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে; **লিঙ্গৈঃ**—এবং পরোক্ষভাবে অনুভূত লক্ষণাদির মাধ্যমে; **অগ্রাহ্যম্**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির আয়ত্তের অতীত; **অনুমানতঃ**—যুক্তিসঙ্গত বিচার বিবেচনার মাধ্যমে।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির মাধ্যমে কখনই বিধৃত করা যায় না, তবু মানবজীবন লাভে সৌভাগ্যবান জীবগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে দর্শন করতে এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লক্ষণাদির মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকে *যুক্তাঃ* শব্দটির মাধ্যমে ভক্তিযোগে বিধিবদ্ধ অনুশীলনে নিয়োজিত ভক্তদের বোঝানো হয়েছে। ভগবদ্ভক্তগণ বুদ্ধিশুদ্ধি বর্জন করে উন্মাদের মতো ভবঘুরে হয়ে যান বলে কিছু মূর্খ লোকে মনে ভাবে। এখানে *অনুমানতঃ* এবং *গুণৈর্লিঙ্গৈঃ* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মাধ্যমে আত্মনিয়োজিত ভক্ত নিবিষ্টমনে মস্তিষ্কের সকল যুক্তিবিচারের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের নিবিড় অনুসন্ধান করে থাকেন। *মৃগয়ন্তি* অর্থাৎ অনুসন্ধান করা শব্দটি অবশ্য অনিয়ন্ত্রিত কিংবা অননুমোদিত প্রক্রিয়া বোঝায় না। যদি আমরা কোনও বিশেষ মানুষের টেলিফোন নম্বর পেতে চাই, তা হলে প্রামাণ্য টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে খোঁজ করি। তেমনই, আমরা যদি কোনও বিশেষ সামগ্রীর খোঁজ করি, তা হলে বিশেষ যে দোকানে তা পেতে পারি, সেখানে গিয়ে খোঁজ করি. শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান কল্পনার সৃষ্টি নন, এবং তাই খেয়ালখুশিমতো আমরা ধারণা বা কল্পনা করে নিতে পারি না যে, ভগবান কেমন হতে পারেন। অতএব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে, প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতেই হবে। *অগ্রাহ্যম্* শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে বোঝায় যে, সাধারণ ভাবনা-চিন্তার সাহায্যে কিংবা জড়েন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি কারও পক্ষে

সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৩৪) নিম্নরূপ শ্লোকের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"কোনও মানুষ তার জড়জাগতিক কলুষময় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র যখনই ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য সেবা নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন হতে পারে, তখনই ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণাবলী এবং লীলা বৈচিত্র্য তার কাছে প্রকটিত হয়।"

গৃহ্যমাণৈর্গুণৈঃ শব্দ সমষ্টির দ্বারা বোঝায় যে, মানুষের মস্তিষ্কে যুক্তি ক্ষমতা ও বুদ্ধিদীপ্ত গুণাবলী সক্রিয় রয়েছে। এই সবই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হতে পারে। পরোক্ষভাবে ভগবানের সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা চলে। যেহেতু আমাদের নিজেদের বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের বুদ্ধিরও নিশ্চয়ই এক সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং সৃষ্টিকর্তা তাহলে পরম বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ। এইভাবেই, সামান্য সহজসরল যুক্তির মাধ্যমে যে কোনও সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের পরম নিয়ন্তারূপে বিরাজমান রয়েছেন।

শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন এবং শ্রবণের মাধ্যমেও তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* মানে সকল সময়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা উচিত। যথাযথভাবে ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন যে করে, সে অবশ্যই তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন এবং তাঁকে সর্বত্রই অনুসন্ধান করা উচিত। ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অপ্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্মেষিত হলে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। এই শ্লোকে *অঞ্জা* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এই ধরনের দর্শন লাভের অনুভূতি প্রত্যক্ষ সত্য এবং তা কল্পনাশ্রিত নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়টি বিশদভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/২/৩৫) তাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের মধ্যে জীবাত্মা রূপে বিরাজমান, এবং বুদ্ধির সাহায্যে দর্শনশক্তির মাধ্যমে এই সত্য প্রতিপন্ন এবং অনুভূত হয়েছে।"

শ্লোক ২৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥ ২৪ ॥

অত্র অপি—এই প্রসঙ্গেই; উদাহরন্তি—দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলেন; ইমম্—এই; ইতিহাসম্—এক ঐতিহাসিক বর্ণনা; পুরাতনম্—প্রাচীন; অবধূতস্য—সাধারণ বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি বহির্ভূত ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত পুণ্যবান মানুষের; সংবাদম্—বাক্যালাপ; যদোঃ—এবং যদুরাজের; অমিত-তেজসঃ—যাঁর অসীম ক্ষমতা।

অনুবাদ

এই প্রসঙ্গে, মুনিঋষিগণ মহাবলশালী যদুরাজ এবং এক অবধূতের কথোপকথন বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কিভাবে যুক্তিবাদী বুদ্ধি কার্যকরী করা যায় এবং বুদ্ধিমান মানুষ কিভাবে শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মেই উপনীত হতে পারে, তা উদ্ধবকে দেখানোর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কাহিনীটি বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২৫

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ ॥ ২৫ ॥

অবধূতম্—সন্ন্যাসী; দ্বিজম্—ব্রাহ্মণ; কঞ্চিৎ—জনৈক; চরন্তম্—বিচরণশীল; অকুতঃ ভয়ম্—নির্ভীক; কবিম্—জ্ঞানী; নিরীক্ষ্য—দর্শন; তরুণম্—তরুণ; যদুঃ—যদুরাজ; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসু; ধর্মবিৎ—ধর্মতত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

একবার মহারাজ যদু এক অতি তরুণ এবং জ্ঞানবান, নির্ভীকভাবে ভ্রমণশীল ব্রাহ্মণ অবধূত সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন। রাজা স্বয়ং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ তরুণের কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীযদুরুবাচ

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা ।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীযদুঃ উবাচ—মহারাজা যদু বললেন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **ইয়ম্**—এই; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অকর্তুঃ**—কর্মনিহীন; **সু-বিশারদা**—অতি উদার; **যাম্**—যাহা; **আসাদ্য**—আহরণ করে; **ভবান্**—আপনি; **লোকম্**—জগৎ; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **চরতি**—ভ্রমণ; **বাল-বৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

শ্রীযদু বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি কোনও প্রকার ব্যবহারিক ধর্মাচরণে নিয়োজিত নন, এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের সব কিছু এবং সব মানুষের সম্পর্কেই আপনি অতি উদার জ্ঞান আহরণ করেছেন। মহাশয়, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন—কেমন করে এমন অসাধারণ বুদ্ধি আপনি লাভ করলেন এবং ঠিক একজন শিশুর মতো সারা পৃথিবীময় স্বচ্ছন্দে পর্যটন করছেন কেন?

শ্লোক ২৭

প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ ।
হেতুনৈব সমীহন্ত আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রায়ঃ—সাধারণত; **ধর্ম**—ধর্মাচরণ; **অর্থ**—আর্থিক প্রগতি; **কামেষু**—এবং ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা বাসনা; **বিবিৎসায়াম্**—পারমার্থিক তথা চিন্ময় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে; **চ**—ও; **মানবাঃ**—মানবজাতি; **হেতুনা**—উদ্দেশ্যে; **এব**—অবশ্যই; **সমীহন্তে**—তারা প্রয়াসী হয়; **আয়ুষঃ**—দীর্ঘ জীবনলাভে; **যশসঃ**—যশ মর্যাদা; **শ্রিয়ঃ**—এবং জাগতিক সম্পদ।

অনুবাদ

সাধারণত মানুষ ধর্মাচরণের জন্য, আর্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনায় কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। আর, তাদের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে আয়ু বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি তথা সেইগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের বোঝা উচিত যে, শরীর থেকে ভিন্ন কোনও যদি আত্মা থাকে, তা হলে আমাদের যথার্থ সুখশান্তি অবশ্যই আমাদের সেই নিত্য অবস্থার মাঝেই বিরাজমান থাকে, যা জড়া প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত। অবশ্য, সাধারণ মানুষ যখন পারমার্থিক বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করে, তখন সাধারণত তারা খ্যাতনামা হতে চায় কিংবা এই ধরনের পারমার্থিক অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের

ধনসম্পদ এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে অভিলাষী হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বহু সাধারণ মানুষ মনে করে যে, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাতে ভগবানের কাছে অর্থসম্পদ প্রার্থনা করা যেতে পারে, এবং পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা যায়। যদু মহারাজ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, তরুণবয়সী ব্রাহ্মণ অবধূত সাধারণ মানুষের মতো নন এবং তিনি বাস্তবিকই চিন্ময় পারমার্থিক পর্যায়ে বিরাজমান, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ২৮

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষ সুভগোঽমৃতভাষণঃ ।
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; তু—অবশ্য; কল্পঃ—সক্ষম; কবিঃ—শিক্ষিত; দক্ষঃ—নিপুণ; সু-ভগঃ—সুশ্রী; অমৃত-ভাষণঃ—অমৃতময় বাচন; ন—না; কর্তা—কর্মকর্তা; ন ঈহসে—আপনি ইচ্ছা করেন না; কিঞ্চিৎ—যা কিছু; জড়—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন; উন্মত্ত—উন্মাদ; পিশাচ-বৎ—ভূতপিশাচের মতো।

অনুবাদ

অবশ্য, আপনি যদিও কর্মক্ষম, সুশিক্ষিত, সুশ্রী এবং সুবক্তা, তবু আপনি কোনও কাজেই নিয়োজিত নেই, কোনও কিছুই বাসনা করেন না; বরং আপনাকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মাদ বলে মনে হয়, যেন আপনি ভূত পিশাচের মতো প্রাণী ছিলেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই মনে করে যে, পারমার্থিক সন্ন্যাস জীবন শুধুমাত্র অকর্মণ্য কিংবা সাদাসিধে কিংবা জাগতিক বাস্তব বিষয়কর্মে অপটু মানুষদের জন্যই নির্ধারিত হয়। প্রায়ই মূর্খলোকেরা বলে যে, সমাজে যারা উচ্চ মর্যাদা অর্জনে যথেষ্ট দক্ষ নয়, তাদেরই পক্ষে খঞ্জ লোকের যষ্টির মতো ধর্মীয় জীবন গ্রহণ যথার্থ মনে হয়। তাই মহারাজ যদু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝানো যায় যে, সেই ব্রাহ্মণের জাগতিক সাফল্য অর্জনের বিপুল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, তিনি পারমার্থিক সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। বিপুল জাগতিক সাফল্য অর্জনে সকল প্রকারে দক্ষ, সুশিক্ষিত, সুশ্রী, বাগ্মী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষরূপে অবধূত ব্রাহ্মণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সেই অবধূত জাগতিক জীবনধারা ত্যাগ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ,

প্রত্যেক মানুষেরই নিজ জীবনের কল্যাণে সচ্চিদানন্দ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করাই যথার্থ কর্তব্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা একই সঙ্গে তাঁদের নিজেদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস করেন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সেবব্রত পালনের মানসিকতায় অন্য সকলকেও কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকেন। অনেক সময়ে নির্বোধ লোকেরা ভগবদ্ভক্তদের নিন্দামন্দ করতে গিয়ে বলে উঠেন, "আপনাদের কোনও কাজকর্ম নেই বুঝি?" তারা মনে করে যে, পারমার্থিক উজ্জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা যাঁরা করছেন এবং অন্য সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁরা বাস্তবিক কোনও কাজই করছেন না। মূর্খ জড়বাদী মানুষেরা হাসপাতালে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস তাদের আয়ু বাড়িয়ে তুলতে আকুলভাবে চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু কেউ যখন নিত্য শাশ্বত জীবন লাভের জন্য উৎসাহী হয়, তখন তাদের কাজের প্রশংসা করতে পারে না। জড়জাগতিক জীবনচর্যার কোনই যথার্থ যৌক্তিকতা নেই। কৃষ্ণচিন্তা ব্যতিরেকে ভোগ-উপভোগের প্রয়াস বাস্তবিকই অযৌক্তিক মানসিকতার অভিব্যক্তি মাত্র এবং তার ফলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা বর্জন করে জাগতিক জীবনধারার মাঝে শেষ পর্যন্ত আমরা কোনও কিছুই যথার্থ যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবসম্মত ফললাভের লক্ষণ দেখতে পাই না। অনেক কৃষ্ণভক্তই অর্থবিত্তসম্পন্ন, শিক্ষিত-মার্জিত এবং প্রভাবশালী পরিবারগোষ্ঠী থেকে আসেন এবং তাঁদের জীবন সার্থক করে তোলার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের চর্চা শুরু করেন, আর অবশ্যই তাঁরা জড়জাগতিক উন্নতি লাভের কোনও সুযোগ পাননি বলে কৃষ্ণভক্ত হয়েছেন, তাও নয়। যদিও অনেক সময়ে মানুষ জাগতিক দুঃখদুর্দশার মাঝে কষ্ট পেয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে সাহায্য কৃপা ভিক্ষা করে থাকেন, তবে যথার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সকল প্রকার জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করে থাকেন, কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমভক্তি সহকারে সেবা নিবেদন ছাড়া জীবনে যথার্থ সার্থকতা অর্জনের আর কোনও পথ নেই।

শ্লোক ২৯

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা ।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

জনেষু—সকল মানুষ; দহ্যমানেষু—এমনকি যখন তারা দহনজ্বালা ভোগ করছে; কাম—মৈথুন কামনায়; লোভ—এবং লোভে; দব-অগ্নিনা—বনের অগ্নিকাণ্ডে; ন তপ্যসে—আপনি দাহ্য হন না; অগ্নিনা—আগুনে; মুক্তঃ—মুক্ত; গঙ্গা-অম্ভঃ—গঙ্গানদীর জলে; স্থঃ—দাঁড়িয়ে; ইব—যেন; দ্বিপঃ—হাতি।

অনুবাদ

যদিও জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার মহা দাবাগ্নিতে জ্বলছে, তখন আপনি মুক্তভাবে বিচরণ করছেন এবং অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন না। আপনি যেন ঠিক দাবাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানদীর জলে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দ লাভের স্বাভাবিক পরিণাম এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তরুণ ব্রাহ্মণটি শারীরিকভাবে খুবই আকর্ষণীয় ছিলেন, এবং তাঁর ইন্দ্রিয়াদিও সবই জাগতিক ভোগ উপভোগের পূর্ণ ক্ষমতাবান ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি জাগতিক কামনা-বাসনায় প্রলুব্ধ হননি। এই অবস্থার নাম মুক্তি।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, গঙ্গানদীতে খরস্রোতা জলধারা প্রবহমান থাকে, যার ফলে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যেতে পারে। যদি কোনও হাতি মৈথুন আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে উঠে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়ায়, তা হলে নদীর খরস্রোতা সুশীতল জলধারায় তার সব মৈথুন আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয়ে যায় এবং তাতে হাতি শান্ত হয়। তেমনই, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ সাধারণ মানুষও কামনাবাসনা এবং লোভমোহস্বরূপ জীবনশত্রুদের কবলে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে থাকে বলে কখনই মনে পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যদি, হাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে, মানুষ যদি দিব্য আনন্দের শীতল স্রোতের মাঝে নিজেকে অবগাহন করার সুযোগ দিতে পারে, তা হলে সকল প্রকার জাগতিক কামনা বাসনা অচিরে নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং মানুষ শান্ত হবে। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।* এই জন্যই প্রত্যেক মানুষেরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে শামিল হওয়া উচিত এবং আমাদের যথার্থ নিত্য চেতনার উৎস কৃষ্ণভাবনামৃতের সুশীতল ধারায় নিজেকে পরিস্নাত করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩০

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্ ।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—আপনি; হি—অবশ্যই; নঃ—আমাদের প্রতি; পৃচ্ছতাম্—যারা প্রশ্ন করেন; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; আত্মনি—আপনার নিজের মধ্যে; আনন্দ—ভাবোল্লাসের; কারণম্—কারণ, হেতু; ব্রূহি—কৃপা করে বলুন; স্পর্শ-বিহীনস্য—যিনি জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের সাথে সর্বপ্রকারে সম্পর্কবিহীন; ভবতঃ—আপনার; কেবল-আত্মনঃ—যিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে বাস করেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি জড়জাগতিক কোনও প্রকার ভোগ-উপভোগের সম্পর্কশূন্য এবং আপনি নিঃসঙ্গভাবে কোনও সাথী-সহযোগী কিংবা পরিবার-পরিজন বর্জন করেই ভ্রমণ করছেন। তাই, আমরা যেহেতু আকুলভাবে আপনার কাছে অনুসন্ধান করছি, সেই কারণে আপনার মধ্যে যে পরম ভাবোল্লাস আপনি উপভোগ করছেন, কৃপা করে আপনি সেই বিষয়ে তার কারণহেতু বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে *কেবলাত্মনঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক জীবের অন্তরে একই সাথে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থান সম্পর্কে বাস্তব আত্মজ্ঞান না থাকলে, কারও পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনের সঙ্গবিহীন অবস্থায় ভ্রমণ করা অতি কঠিন। অন্যের সাথে সখ্যতা স্থাপন এবং যথাযোগ্য প্রেম-ভালবাসা অর্পণ করা প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব। পরম পুরুষ সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি হয়েছে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে নিত্যসঙ্গীরূপে তাঁর অন্তরে সদাসর্বদা ধারণ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই সকলের যথার্থ সখা এবং শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান রয়েছেন, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম না হলে, মানুষ জড়জগতের অনিত্য অস্থায়ী সম্পর্কগুলির সঙ্গেই আসক্ত হয়ে থেকে যাবে।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা ।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; যদুনা—যদু মহারাজ কর্তৃক; এবম্—এইভাবে; মহা-ভাগঃ—অতি ভাগ্যবান; ব্রহ্মণ্যেন—ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল; সু-মেধসা—এবং বুদ্ধিমান মেধাবী; পৃষ্টঃ—প্রশ্ন করলেন; সভাজিতঃ—সম্মানিত হয়ে; প্রাহ—তিনি বললেন; প্রশ্রয়—বিনয় সহকারে; অবনতম্—নতমস্তকে; দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—বুদ্ধিমান মহারাজ যদু ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে, নতমস্তকে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, সেই ব্রাহ্মণ বলতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্‌শৃণু ॥ ৩২ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; সন্তি—আছেন; মে—আমার; গুরবঃ—পারমার্থিক গুরুবর্গ; রাজন্—হে রাজা; বহবঃ—অনেক; বুদ্ধি—আমার বুদ্ধির দ্বারা; উপাশ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে; যতঃ—যাঁদের কাছ থেকে; বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; উপাদায়—লাভ করে; মুক্তঃ—মুক্তিপ্রাপ্ত; অটামি—আমি ভ্রমণ করছি; ইহ—এইজগতে; তান্—তাঁদের; শৃণু—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে প্রিয় মহারাজ, আমার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বহু পারমার্থিক গুরুবর্গের আশ্রয় আমি গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করে, এখন আমি মুক্তভাবে জগতে বিচরণ করছি। আমি যেভাবে সেই সব কথা বর্ণনা করছি, কৃপা করে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের মধ্যে *বুদ্ধ্য-উপাশ্রিতাঃ* শব্দসমষ্টি থেকে বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণটির গুরুদেবগণ তাঁর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেননি। বরং, তাঁর বুদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী সব জীবই অনাবশ্যক জাগতিক বিষয়বস্তুগুলির গুণগান করে আর যেসব জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনাবশ্যক প্রার্থনা জানায়, সেইগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা করে থাকে। এইভাবেই, বদ্ধজীবেরা তাদের জীবনের আয়ুবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে এবং তুচ্ছ ধর্মাচরণ, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থূল ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে তাদের নাম যশ ও রূপসৌন্দর্যের বৃদ্ধি সাধন করতে চায়। মহারাজ যদু লক্ষ্য করলেন যে, সেই সাধুপুরুষ অবধূত সেইভাবে আচরণ করছিলেন না। তাই মহারাজা সেই ব্রাহ্মণের যথার্থ মর্যাদা জানতে কৌতূহলী হলেন। মহারাজার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ বললেন, "জড় জগতের চব্বিশটি উপাদানকে আমার ইন্দ্রিয়

উপভোগের বস্তু বলে মনে করি না, তাই আমি সেগুলি গ্রহণ বা বর্জন কিছুই করি না। বরং, জড় পদার্থগুলিকে আমার শিক্ষাগুরু রূপে স্বীকার করে থাকি। তাই, জড়জাগতিক পৃথিবীর সর্বত্র আমি বিচরণ করতে থাকলেও, আমার গুরুর প্রতি সেবা নিবেদনে বঞ্চিত হই না। সুস্থির বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে, আমি সদাসর্বদাই পারমার্থিক স্তরে নিয়োজিত থেকে বিশ্ব পর্যটন করে থাকি। বুদ্ধির সাহায্যে আমি অনাবশ্যক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অতিক্রম করে যাই, এবং আমার পরম লক্ষ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা নিবেদন। এখন আমি আমার চব্বিশজন পারমার্থিক গুরুদেবের পরিচয় বিশ্লেষণ করব।"

শ্লোক ৩৩-৩৫

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ ॥ ৩৩ ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৪ ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবী—জগৎ; **বায়ুঃ**—বাতাস; **আকাশম্**—আকাশ; **আপঃ**—জল; **অগ্নিঃ**—আগুন; **চন্দ্রমা**—চাঁদ; **রবিঃ**—সূর্য; **কপোতঃ**—পায়রা; **অজগরঃ**—অজগর সাপ; **সিন্ধুঃ**—সাগর; **পতঙ্গঃ**—পোকা; **মধু-কৃৎ**—মৌমাছি; **গজঃ**—হাতি; **মধু-হা**—মধু-চোর; **হরিণঃ**—হরিণ; **মীনঃ**—মাছ; **পিঙ্গলা**—পিঙ্গলা নামে বারনারী; **কুররঃ**—কুরর পাখি; **অর্ভকঃ**—শিশু; **কুমারী**—বালিকা; **শর-কৃৎ**—তীরন্দাজ; **সর্পঃ**—সাপ; **ঊর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **সুপেশ-কৃৎ**—ভ্রমর; **এতে**—এই সকল; **মে**—আমাকে; **গুরবঃ**—গুরুদেবগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ; **চতুঃ-বিংশতিঃ**—চব্বিশজন; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শিক্ষা**—উপদেশ; **বৃত্তিভিঃ**—ক্রিয়াকলাপ থেকে; **এতেষাম্**—তাঁদের; **অন্বশিক্ষম্**—আমি যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; **ইহ**—এইজীবনে; **আত্মনঃ**—নিজের সম্পর্কে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, আমি চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন—পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন, চাঁদ, সূর্য, পায়রা এবং অজগর সাপ; সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি এবং মধুচোর; হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বারনারী, কুরর পাখি এবং

শিশু; এবং বালিকা, তীরন্দাজ, সাপ, মাকড়সা ও ভ্রমর। হে রাজা, তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভ্রমরকে *সুপেশকৃৎ* বলা হয়ে থাকে, যেহেতু যে পতঙ্গকে ভ্রমর বধ করে, তাকে পরজন্মে একটি মনোরম আকৃতি লাভের সৌভাগ্য প্রদান করা হয়।

শ্লোক ৩৬

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৩৬ ॥

যতঃ—যাঁদের কাছ থেকে; যৎ—যা কিছু; অনুশিক্ষামি—আমি শিক্ষা লাভ করেছি; যথা—যেভাবে; বা—এবং; নাহুষ-আত্ম-জ—হে রাজা নাহুষ (যযাতি) পুত্র; তৎ—তাহা; তথা—সেইভাবে; পুরুষ-ব্যাঘ্র—হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ; নিবোধ—শ্রবণ করুন; কথয়ামি—আমি বর্ণনা করছি; তে—আপনার কাছে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যযাতি, হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ, এই সকল গুরুর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, তা আপনাকে বর্ণনা করছি।

শ্লোক ৩৭

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ ।
তদ্ বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥ ৩৭ ॥

ভূতৈঃ—বিভিন্ন প্রাণীদের দ্বারা; আক্রম্যমাণঃ—আক্রান্ত হয়ে; অপি—যদিও; ধীরঃ—ধীরস্থির; দৈব—দৈববশে; বশ—নিয়ন্ত্রণে; অনুগৈঃ—যারা একান্ত অনুগামী; তৎ—এই সত্য; বিদ্বান্—জ্ঞানী; ন চলেৎ—বিচলিত হন না; মার্গাৎ—পথ হতে; অন্বশিক্ষম্—আমি শিক্ষালাভ করে; ক্ষিতেঃ—ভূমি থেকে; ব্রতম্—এই অবিচল অভ্যাস।

অনুবাদ

যখনই কোনও ধীরস্থির ব্যক্তি অন্যান্য জীবের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার বোঝা উচিত যে, আক্রমণকারীরা ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে অসহায়ভাবে কাজ করছে, তাই তার পক্ষে উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি।

তাৎপর্য

পৃথিবী সহনশীলতার প্রতীক। গভীর তৈলকূপ খনন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, নানা প্রকার দূষণ, এবং আরও অনেক প্রকারে আসুরিক জীবগণ নিত্যই পৃথিবীকে উত্যক্ত করে রেখেছে। কখনও বা লোভী মানুষদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বৃক্ষলতা সমৃদ্ধ বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে, এবং তার ফলে পতিত জমি জেগে উঠছে। কখনও বা হিংস্র যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে সংগ্রামে নিয়োজিত সৈনিকদের রক্তে পৃথিবীর বুক ভেসে যাচ্ছে। তবু, এই সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও, জীবগণের প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই এই পৃথিবী সরবরাহ করেই চলেছে। এইভাবেই পৃথিবীর দৃষ্টান্ত থেকে সহনশীলতার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

শ্লোক ৩৮

শশ্বৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শশ্বৎ—সদাসর্বদা; **পর**—অন্যের; **অর্থ**—কারণে; **সর্ব-ঈহঃ**—সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়; **পর-অর্থ**—পরের উপকারে; **একান্ত**—একমাত্র; **সম্ভবঃ**—প্রাণধারণের প্রয়োজন; **সাধুঃ**—সদাচারী মানুষ; **শিক্ষেত**—শিক্ষালাভ করা উচিত; **ভূভৃত্তঃ**—পর্বত থেকে; **নগ-শিষ্যঃ**—বৃক্ষের শিক্ষার্থী; **পর-আত্মতাম্**—পরের জন্য উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

অন্যের সেবায় নিজের সকল প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মূল উদ্দেশ্যস্বরূপ অন্য সকলের কল্যাণ সাধন করার আদর্শ পর্বতের কাছ থেকেই সাধুপুরুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, বৃক্ষের শিষ্য রূপেও, অন্য সকলেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা তাঁকে শিখতে হবে।

তাৎপর্য

বিশাল পর্বতগুলি অপরিমিত মৃত্তিকা ধারণ করে থাকে, যা থেকে অগণিত রূপে প্রাণের পরিচয় যথা বৃক্ষ, তৃণ, পশুপাখি ইত্যাদি উদ্ভূত হয় এবং প্রাণধারণ করে থাকে। পর্বতগুলি অফুরন্ত পরিমাণে স্বচ্ছ জলও বিভিন্ন জলপ্রপাত এবং নদীর আকারে ঢেলে দিতে থাকে এবং এই জল সকলকে জীবন দান করে। পর্বতগুলির দৃষ্টান্ত অনুধাবনের মাধ্যমে, সকল জীবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রক্রিয়া মানুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, পুণ্যশরীর বৃক্ষ সকল যেগুলি ফল, ফুল, শীতল ছায়া এবং ওষধি নির্যাস আদি বিতরণ করে যেভাবে অগণিত প্রকারে কল্যাণ বিতরণ করে থাকে, তা থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অকস্মাৎ কোনও

বৃক্ষকে কেটে নিয়ে টানতে টানতে চলে গেলেও গাছ প্রতিবাদ করে না, বরং জ্বালানী কাঠের রূপ নিয়ে সকলের সেবা করতেই থাকে। এইভাবে, মানুষ এই ধরনের পরোপকারী বৃক্ষের শিষ্য হয়ে উঠতে অবশ্যই পারে এবং তাদের কাছ থেকে সাধুসুলভ আচরণের গুণাবলী শিক্ষা করতে পারে।

শ্রীল মধ্বাচার্যের অভিমত অনুসারে, *পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ* শব্দটি বোঝায় যে, নিজের সমস্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সঞ্চয়াদি সবই পরোপকারে উৎসর্গ করা উচিত। নিজের অর্জিত ঐশ্বর্যরাশি দিয়ে বিশেষভাবে গুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের প্রয়াস করাই কর্তব্য। এইভাবেই, দেবতাগণ তথা সমস্ত যথার্থ মানবের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রীতিলাভ করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপায়ে, সাধুজনোচিত আচরণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ সহনশীল হয়ে উঠবে, এবং জাগতিক সুখান্বেষণের বৃথা চেষ্টায় সমগ্র জগৎব্যাপী পরিভ্রমণের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গুলির অনর্থক পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বৃক্ষের সহনশীলতার গুণ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে উপদেশ দিয়েছেন—*তরোরিব সহিষ্ণুনা, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। যে ভক্ত গাছের মতো সহিষ্ণু, তিনিই অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রনাম জপকীর্তন করতে পারেন বলে তিনি নিত্যনূতন আনন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৩৯

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙ্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ-বৃত্ত্যা—কেবলমাত্র প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার মাধ্যমে; **এব**—এমনকি; **সন্তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট থাকা উচিত; **মুনিঃ**—ঋষি; **ন**—না; **এব**—অবশ্য; **ইন্দ্রিয়-প্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সামগ্রীর দ্বারা; **জ্ঞানম্**—চেতনা; **যথা**—যাতে; **ন নশ্যেত**—বিনষ্ট হতে পারে না; **ন অবকীর্যেত**—বিপর্যস্ত না হতেও পারে; **বাক্**—তার বাক্য; **মনঃ**—এবং মন।

অনুবাদ

কোনও জ্ঞানবান মুনি সরলভাবে জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকেন এবং জড়েন্দ্রিয়-গুলিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তৃপ্তি সুখ পেতে চান না। পরোক্ষভাবে, জড়-জাগতিক শরীরটিকে এমনভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে যথার্থ উচ্চজ্ঞানচর্চা বিপর্যস্ত না হতে পারে এবং মন ও বাক্য কখনই আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটাতে পারে।

তাৎপর্য

জ্ঞানীব্যক্তি কখনই রূপ, গন্ধ, রস এবং অনুভূতির মাঝে তাঁর শুদ্ধ চেতনাকে নিমগ্ন করেন না, তবে আহার, এবং নিদ্রার মতো ক্রিয়াকর্ম স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর দেহ এবং আত্মাকে একাত্ম করে রাখেন। মানুষকে অবশ্যই আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যথাযথভাবে শরীর রক্ষা করতেই হবে, নচেৎ মন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পারমার্থিক জ্ঞান ক্ষীণ হয়ে যাবে। যদি কেউ অতীব কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে আহার গ্রহণ করে, তা হলে সুনিশ্চিতভাবেই তার শরীর ক্ষীণ হয়ে যাবে, কিংবা নিঃস্বার্থ হয়ে জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে অপবিত্র আহার্য গ্রহণ করে, তবে তার মনঃশক্তি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, কেউ যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত কিংবা গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করে, তা হলে অবাঞ্ছিত দীর্ঘ নিদ্রা এবং বীর্য বৃদ্ধির কারণ হবে, আর তার ফলে মন ও বাক্য ক্রমশই রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* সমগ্র বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করে তাঁর উপদেশে বলেছেন—*যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু* (*গীতা* ৬/১৭) নিজের শরীরের সকল ক্রিয়াকলাপ সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি সহজসাধ্য হয়ে উঠে। এই পদ্ধতি পারমার্থিক সদ্গুরু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা কিংবা অত্যধিক ইন্দ্রিয় উপভোগ, কোনটারই দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্নরূপে কোনও বস্তুকে বিবেচনা করা কোনও ভগবদ্ভক্তের উচিত নয়, কারণ সেটি মায়াশ্রিত ভ্রান্তিমাত্র। কোন ভদ্রলোক কখনই অন্যের সম্পত্তি উপভোগের চেষ্টা করে না। তেমনই, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত বুঝতে পারলে, জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্নরূপে বিচার করা হয়, তা হলে মানুষের জড়জাগতিক ভোগ প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হতে থাকে। মানুষকে অবশ্যই বুদ্ধিমানের মতো *প্রেয়স্* অর্থাৎ অস্থায়ী তৃপ্তি, এবং *শ্রেয়স্* অর্থাৎ স্থায়ী কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখা চাই। সুনিয়ন্ত্রিত সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে অভ্যাস করা চাই, যাতে সুদৃঢ়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করতে পারা যায়, কিন্তু যদি কেউ জড়েন্দ্রিয়গুলির কাজে অত্যধিক প্রশ্রয় দিতে থাকে, তা হলে অবশ্যই মানুষ তার আত্মিক গুরুত্ব হারিয়ে পারমার্থিক জীবনে সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের মতো কাজ করতে থাকে। এখানে তাই বলা হয়েছে, আমাদের পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান তথা সুস্পষ্ট চেতনা অর্জন।

শ্লোক ৪০

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ ॥ ৪০ ॥

বিষয়েষু—জড় বিষয়াদির সংস্পর্শে; আবিশন্—প্রবেশ করে; যোগী—আত্মনিয়ন্ত্রিত মানুষ; নানা-ধর্মেষু—বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী সমন্বিত; সর্বতঃ—সর্বত্র; গুণ—সদ্‌গুণাবলী; দোষ—এবং ত্রুটিসমূহ; ব্যপেত-আত্মা—পরমার্থজ্ঞানী পুরুষ; ন-বিষজ্জেত—বিজড়িত হন না; বায়ু-বৎ—বায়ুর মতো।

অনুবাদ

পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানী এবং আত্মসংযমী ব্যক্তিরও চতুর্দিকে অগণিত ভাল এবং মন্দ জড় বিষয়াদি পরিবেষ্টন করেই থাকে। অবশ্যই, যিনি জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিষয়াদির প্রভাব অতিক্রম করেছেন, তিনি কোনও মতেই জড়বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হন না; বরং তিনি যেন বাতাসের মতোই নির্লিপ্ত হয়ে চলেন।

তাৎপর্য

যেমন বায়ুর বহিরঙ্গা প্রকাশকে বাতাস বলে, তেমনই তার অন্তরঙ্গা পরিচয় হল প্রাণ। যখন বাতাস কোনও জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়, তখন তাতে নির্মল জলের কণা ভাসমান থাকে এবং তাই সেই বাতাস অতীব প্রাণসঞ্জীবনী হয়ে উঠে। কখনও বা সেই বাতাস মনোরম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ফল ও ফুলের সুবাস বহন করে নিয়ে চলে; অন্য সময়ে বাতাসের প্রবাহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে যাতে সেই একই অরণ্য দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। সেই বাতাস অবশ্যই তার নিজ প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে, তার শুভ এবং অশুভ কার্যাবলীর উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে চলতে থাকে। তেমনই, এই জড়জগতের মধ্যেও আমরা অবধারিতভাবে সুখকর এবং বিরক্তিকর দুঃখময় উভয় প্রকার পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়ে থাকি। অবশ্য যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অবিচল হয়ে থাকতে পারি, তা হলে জড়জাগতিক অশুভ বিষয়ে যেমন বিচলিত হব না, তেমনই জড়জাগতিক শুভ ফললাভেও আসক্তি অনুভব করব না। কোনও ভক্ত তার পারমার্থিক কর্তব্যাদি পালনের সময়ে, হয়ত কখনও মনোরম গ্রামীণ পরিবেশের মাঝে হরেকৃষ্ণ নাম জপের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, আবার কখনও হয়ত কোনও নরকতুল্য শহরের মাঝে সেই একই কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ভক্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনোনিবেশ করে থাকে এবং দিব্য আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। যদিও বাতাসকে গভীর অন্ধকারময় এবং দুর্গন্ধ স্থান দিয়েও বয়ে যেতে হয়, তবু

বাতাস কখনও ভীত সন্ত্রস্ত কিংবা বিচলিত হয় না। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও ভক্তেরও অতীব কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও, কখনই ভীতসন্ত্রস্ত কিংবা উদ্বিগ্ন হওয়া অনুচিত। জড়জাগতিক মনোরম রূপসৌন্দর্য, আস্বাদন, আঘ্রাণ, শব্দ এবং স্পর্শানুভূতির প্রতি আসক্ত মানুষকেও প্রত্যেকটি বিষয়েই বিপরীতধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিচলিত হতে হবেই। এইভাবেই অগণিত ভাল এবং মন্দ বস্তুর মাঝে পরিবৃত হয়ে, জড়বাদী মানুষ নিত্য বিভ্রান্ত বোধ করতে থাকে। যখন বাতাস নানা দিগ্বিদিকে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন পরিবেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, যদি মন নিত্যই জড়জাগতিক বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট ও বিরক্ত বোধ করতে থাকে, তবে তখন এমনই মানসিক বিক্ষোভ জাগে যে, পরম তত্ত্বের চিন্তা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব, প্রবহমান বাতাস থেকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কিভাবে জড়জগতের সর্বত্র নিরাসক্ত হয়ে বিচরণ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্ ॥ ৪১ ॥

পার্থিবেষু—মাটি (এবং অন্যান্য উপাদানে) সৃষ্ট; **ইহ**—এই জগতে; **দেহেষু**—দেহগুলির মধ্যে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **তৎ**—তাদের; **গুণ**—বিশেষ গুণাবলী; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় নিয়ে; **গুণৈঃ**—ঐসকল গুণাবলীসহ; **ন যুজ্যতে**—নিজেকে জড়িত করে না; **যোগী**—যোগী; **গন্ধৈঃ**—বিভিন্ন গন্ধ সহ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—যেমন; **আত্ম-দৃক্**—নিজেকে যথাযথভাবে দর্শন করতে যে পারে (এই জড়জগৎ থেকে পৃথকভাবে)।

অনুবাদ

যদিও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা এই জগতে বিভিন্ন জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেগুলির বিবিধ গুণাবলী ও কার্যপদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কখনও তাতে জড়িত হয়ে পড়ে না, ঠিক যেভাবে বাতাস বিবিধ গন্ধ বহন করলেও বস্তুত তাদের সাথে মিশে যায় না।

তাৎপর্য

যদিও বাতাস যেভাবে যখন যেমন গন্ধ বহন করে থাকে, সেইভাবেই আমরা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করি, তবু বাতাস বাস্তবিকই তার যথার্থ প্রকৃতি পরিবর্তন করে না। ঠিক তেমনই, আমরা যদিও কোনও মানুষকে সবল বা দুর্বল, বুদ্ধিমান কিংবা হতবুদ্ধি, সুশ্রী কিংবা সাদাসিধে, ভাল কিংবা মন্দ বিচার করতে পারি, তা

হলেও যথার্থ জীবাত্মা যে প্রকৃত মানুষটি বাস্তবিকই শরীরের কোনও গুণাবলীর অধিকারী হয় না, শুধুমাত্র সেই ভাল-মন্দ গুণগুলির দ্বারা আবৃত হয়েই থাকে, ঠিক যেমন বিভিন্ন গন্ধের দ্বারা বাতাস ভরে থাকে মাত্র। এইভাবেই, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ সর্বদাই জানে যে, অনিত্য অস্থায়ী শরীর থেকে সে ভিন্ন এক সত্তা। দেহের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা, যেমন—শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য তার জীবনে হতে থাকে; তবে সেই দেহের ব্যথাবেদনা, সুখ-আনন্দ, গুণাবলী এবং ক্রিয়াকর্মের অনুভূতি তার হতে থাকলেও, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ কখনই মনে করে না যে, সে ঐ দেহটি মাত্র। সর্বদা সে উপলব্ধি করে যে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ নিত্যশাশ্বত চিন্ময় আত্মা। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—*ন যুজ্যতে যোগী*—সে কখনই বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়ে না। সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষকে কখনই দেহপরিচিতির সূত্রে বিবেচনা করা অনুচিত, বরং তাকে ভগবানের নিত্য সেবক মনে করাই ঠিক।

শ্লোক ৪২

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন ।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো ।
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অন্তর্হিতঃ—মধ্যে অবস্থিত; **চ**—ও; **স্থির**—সকল অচল শরীর; **জঙ্গমেষু**—এবং জীবনের সকল সচল রূপ; **ব্রহ্ম-আত্মভাবেন**—সে নিজেই শুদ্ধ আত্মা এই উপলব্ধির মাধ্যমে; **সমন্বয়েন**—বিভিন্ন শরীরের সঙ্গে বিভিন্ন সংযোগের পরিণামে; **ব্যাপ্ত্যা**—সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে; **অব্যবচ্ছেদম্**—অবিচ্ছেদ্য হওয়ার ফলে; **অসঙ্গম্**—অনাসক্ত না হওয়ার ফলে; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার অধীনে; **মুনিঃ**—মুনিঋষি; **নভস্ত্বম্**—আকাশের সমতুল্য; **বিততস্য**—প্রসারিত; **ভাবয়েৎ**—সেই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

অনুবাদ

মননশীল মুনিঋষি জড়জাগতিক দেহধারী হলেও নিজেকে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা রূপেই তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। সেইভাবেই, প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা উচিত যে, চিন্ময় আত্মা সচল এবং নিশ্চল সকল প্রকার জীবরূপের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক আত্মাই এই কারণে সর্বব্যাপী। মুনিঋষির পক্ষে আরও উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই মধ্যে তুলনা করা যেতে

পারে আকাশের প্রকৃতির সঙ্গে—যদিও আকাশ সর্বব্যাপী এবং সব কিছুই আকাশের মধ্যে বিরাজ করে আছে, তবু আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা কোনও কিছুর দ্বারা তাকে বিভক্ত করাও সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

যদিও আকাশের মধ্যেই বায়ু বিদ্যমান, তবু আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য অবশ্যই বায়ু থেকে ভিন্ন। বায়ু না থাকলেও, মহাশূন্য বা আকাশ বিরাজিতই থাকে। সকল জড় বস্তু মহাশূন্যের মাঝে, অর্থাৎ সুবিশাল জড়জাগতিক আকাশের মাঝে বিরাজ করছে, কিন্তু আকাশ অবিভাজ্য হয়েই থাকে এবং, সকল বস্তুর স্থান সংকুলান করে দিলেও, আকাশ কখনও কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না। ঠিক এইভাবেই মানুষ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই অবস্থান বুঝতে পারে। জীবাত্মা সর্বব্যাপী, যেহেতু অগণিত জীবাত্মা সকল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে; তবে, বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, প্রত্যেক জীবাত্মাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৫/৯) বলা হয়েছে—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

"যখন একটি কেশাগ্রকে শতধা করা হয় এবং প্রত্যেকটি অংশকে আবার শতধা বিভক্ত করা হয়, তখন সেই প্রত্যেকটি অংশের পরিমাণই চিন্ময় আত্মার পরিমাণ।" সেই কথাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশঃ সাদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

"চিন্ময় অনুকণার অসংখ্য অংশবিভাগ রয়েছে, যেগুলি কেশাগ্রের শতসহস্রভাগের একভাগ পরিমাণ।"

অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী, কারণ তিনি স্বয়ং সর্বত্র বিরাজমান। ভগবান অদ্বৈত অর্থাৎ অবিভাজ্যরূপে সুবিদিত। তাই একই অনন্য পরমেশ্বর ভগবান ঠিক আকাশের মতোই সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি কোনও কিছুর সঙ্গে আসক্ত কিংবা সংযুক্ত নেই, যদিও সব কিছুই তাঁরই মাঝে নির্ভর করে রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৬) ভগবান স্বয়ং তাঁর সর্বব্যাপকতার এই বিশ্লেষণ প্রতিপন্ন করেছেন—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

"মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনই সমগ্র জগৎ আমার মাঝেই অবস্থান করে রয়েছে।"

অতএব, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই সর্বব্যাপী, তা বলা হলেও, মনে রাখা উচিত যে, জীবাত্মা রয়েছে অসংখ্য, অথচ পরম পুরুষোত্তম ভগবান মাত্র একজনই। ভগবান সর্বদাই পরম সত্তা, এবং যথার্থ মননশীল মুনিঋষি কখনই ভগবানের পরম অবস্থানের মর্যাদা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হন না।

শ্লোক ৪৩

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ॥ ৪৩ ॥

তেজঃ—আগুন; **অপ**—জল; **অন্ন**—এবং আগুন; **ময়ৈঃ**—সমন্বিত; **ভাবৈঃ**—বস্তুগুলির দ্বারা; **মেঘ-আদ্যৈঃ**—মেঘ এবং অন্যান্য; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—প্রবাহিত হয়; **ন স্পৃশ্যতে**—স্পর্শ না করে; **নভঃ**—শূন্য আকাশ; **তৎ-বৎ**—সেইভাবেই; **কাল-সৃষ্টৈঃ**—কালের দ্বারা সৃষ্ট; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যদিও প্রচণ্ড বাতাসে মেঘ এবং ঝড় আকাশের প্রান্তে উড়ে যায়, তবু এই সব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আকাশ কখনও ভারাক্রান্ত কিংবা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। তেমনই, চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে বাস্তবিকই পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবিত হয় না। যদিও জীব ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্বারা গঠিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তা প্রভাবিত হয়, তা হলেও তার নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতি বাস্তবিকই কখনও কলুষিত হয় না।

তাৎপর্য

যদিও মনে হয় ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, বজ্র এবং বিদ্যুতের প্রবল সঞ্চালনে আকাশ বিক্ষুব্ধ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আকাশ অতি সূক্ষ্ম হলেও, বিপর্যস্ত হয় না, তবে এই ধরনের আপাতদৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের পটভূমি হয়েই বিরাজিত থাকে। তেমনই, জড় দেহ এবং মন যদিও জন্ম ও মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ, ভালবাসা ও ঘৃণার মতো অগণিত পরিবর্তনের মাধ্যমে কালযাপন করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এই সকল ক্রিয়াকর্মেরই নিতান্ত পটভূমিরূপেই নিত্য শাশ্বত জীব বিদ্যমান থাকে। চিন্ময় আত্মা অতীব সূক্ষ্ম সত্তা বলেই বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না; শুধুমাত্র দেহ

এবং মনের আপাতদৃষ্ট বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বৃথা দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এই জড়জগতের মধ্যে আত্মা প্রবল দুঃখদুর্দশার মাঝে কষ্টভোগ করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে, শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক জীবকে অবশ্যই সংগ্রামের মাধ্যমে তার দিব্য চিন্ময় গুণাবলী পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। জীবসত্তা যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের পরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, এবং তাই প্রত্যেক জীবাত্মাই দিব্য গুণাবলীর আধার। পরমেশ্বর ভগবান অবশ্য এই সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্যই বিনা বাধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত করে থাকেন, তবে বদ্ধ জীবকে অবশ্যই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই সকল গুণাবলী পুনরুদ্ধার করতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং দিব্য হলেও, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই পরম শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করলেই, বদ্ধজীব চিন্ময় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৪৪

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্ ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বচ্ছঃ—পবিত্র; **প্রকৃতিতঃ**—প্রকৃতি অনুসারে; **স্নিগ্ধঃ**—স্নিগ্ধ প্রকৃতির; **মাধুর্যঃ**—মিষ্ট বা ভদ্র বাচন; **তীর্থ-ভূঃ**—তীর্থস্থান; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **মুনিঃ**—মুনিঋষি; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **অপাম্**—জলের; **মিত্রম্**—যথার্থ সঙ্গী; **ঈক্ষা**—দৃষ্টির মাধ্যমে; **উপস্পর্শ**—শ্রদ্ধার স্পর্শের মাধ্যমে; **কীর্তনৈঃ**—এবং মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কোনও মুনিঋষি ঠিক জলের মতো, কারণ তিনি সকল প্রকার কলুষতামুক্ত, শান্তমধুর প্রকৃতির মানুষ, এবং মিষ্ট বাচনের মাধ্যমে জল প্রবাহের মতো মনোরম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই ধরনের সাধু পুরুষকে দর্শন, স্পর্শ কিংবা শ্রবণের মাধ্যমেই জীব শুদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে পবিত্র জলস্পর্শে মানুষ শুদ্ধতা অর্জন করে থাকে। তাই ঠিক কোনও তীর্থস্থানের মতোই, কোনও সাধুপুরুষ তাঁর সঙ্গে যারই সম্পর্ক লাভ হয়, তাদের সকলকেই পবিত্র করে তোলেন, কারণ তিনি নিয়তই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।

তাৎপর্য

অপাং মিত্রম্, "ঠিক জলের মতো" শব্দগুলিকে *অঘান্ মিত্রম্* রূপেও পাঠ করা চলতে পারে, যার অর্থ এই যে, সাধুপুরুষগণ সকল জীবকেই মিত্ররূপে অর্থাৎ তাঁর একান্ত সখারূপে স্বীকার করে থাকেন, এবং তাদের পাপকর্মফল (*অঘাৎ*)

থেকে তাদের রক্ষা করেন। বদ্ধ জীব বৃথাই তার স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের সাথে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে আর তাই চিন্ময় দিব্য জ্ঞানের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে থাকে। বদ্ধজীব সর্বদাই জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় লোভার্ত হয়ে থাকে এবং যদি সে তা অর্জন করতে না পারে, তা হলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কখনও তার জড়জাগতিক ভোগতৃপ্তির সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলার ভয়ে এমনই বিচলিত হয়ে পড়ে যে, উন্মাদ হয়ে উঠার পর্যায়ে সে এগিয়ে চলে।

কোনও সাধুপুরুষ অবশ্য পবিত্র জলের মতোই সকল প্রকার দূষণমুক্ত থাকেন এবং সকল জিনিস পবিত্র করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। শুদ্ধ জল যেমন স্বচ্ছ হয়, যে কোনও সাধুপুরুষও তেমনই স্বচ্ছভাবে তাঁর অন্তরে পরমেশ্বর ভগবানের অভিপ্রকাশ উপলব্ধি করে থাকেন। তেমন ভগবৎ-প্রেম সকল সুখের উৎস হয়ে ওঠে। যখন জল বয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে, তখন অতি সুমধুর তরঙ্গ ধ্বনি সৃষ্টি করতে থাকে, এবং তেমনই ভগবৎ-মহিমায় সঞ্জীবিত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত শব্দতরঙ্গও বিশেষভাবে মনোহর এবং চমৎকার ভাব সৃষ্টি করে। এইভাবেই, জলের প্রকৃতি অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৫

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ ।
সর্বভক্ষ্যোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী—তেজোদ্দীপ্ত; **তপসা**—তাঁর তপস্যার মাধ্যমে; **দীপ্তঃ**—দীপ্যমান; **দুর্ধর্ষ**—অবিচলিত; **উদর-ভাজনঃ**—উদরপূর্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তৎসামান্য আহার; **সর্ব**—সবকিছু; **ভক্ষ্যঃ**—আহার্য; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **যুক্ত-আত্মা**—পারমার্থিক জীবনচর্যায় নিবদ্ধ; **ন আদৎ-তে**—স্বীকার করেন না; **মলম্**—মলিনতা; **অগ্নি-বৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

সাধুপুরুষেরা তপস্যার মাধ্যমে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁদের চেতনা অবিচল থাকে, কারণ তাঁরা জড়জগতের কিছুই উপভোগের প্রয়াসী হন না। এই ধরনের স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত ঋষিগণ ভাগ্যবলে যতটুকু তাঁদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সেইমাত্র আহার্য গ্রহণ করে থাকেন, এবং যদি ঘটনাক্রমে কলুষিত খাদ্য তাঁদের গ্রহণ করতেও হয় তাঁদের কোনই ক্ষতি হয় না, যেন তাঁরা আগুনের মতোই সমস্ত কলুষিত সামগ্রী দহন করে ফেলেন।

তাৎপর্য

উদরভাজন শব্দটি বোঝায় যে, সাধু পুরুষ শুধুমাত্র দেহ এবং আত্মা সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই আহার করেন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ভোজন করেন না। মন প্রফুল্ল রাখার উদ্দেশ্যে সুস্বাদু আহার ভোজন করা উচিত; তবে রাজসিক ভোজন করা অনুচিত, কারণ তার ফলে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা এবং আলস্য জাগে। সাধু পুরুষ সর্বদাই যথার্থ সদাচারী হন এবং কখনই লোভী কিংবা মৈথুনাসক্ত হন না। যদিও মায়ার চেষ্টার ফলে বিবিধ প্রকার জড়জাগতিক প্রলোভনের মাধ্যমে তাঁকে পরাভূত করবার উদ্যোগ থাকে, শেষ পর্যন্ত সাধুপুরুষের আধ্যাত্মিক দিব্য শক্তির কাছে সেই সমস্ত প্রলোভনেরই পরাভব ঘটে। তাই, পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানে ভূষিত কোনও ব্যক্তিত্বকে কারও অশ্রদ্ধা করা কখনই উচিত নয়, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের বন্দনা করা কর্তব্য। কৃষ্ণভাবনাময় পুরুষের কাছে অনবধানতা সহকারে উপস্থিত হওয়ার অর্থ অসতর্কভাবে আগুনের কাছে এগিয়ে যাওয়ারই মতো, কারণ তাঁর সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ না করতে পারলে, তৎক্ষণাৎ দহনজ্বালা সহ্য করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তকে অসৎ আচরণ করলে ভগবান ক্ষমা করেন না।

শ্লোক ৪৬

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ছন্নঃ**—গুপ্ত; **ক্বচিৎ**—কখনও; **স্পষ্টঃ**—প্রকাশিত; **উপাস্যঃ**—পূজনীয়; **শ্রেয়ঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ; **ইচ্ছতাম্**—যারা ইচ্ছা করে; **ভুঙ্‌ক্তে**—তিনি গ্রাস করেন; **সর্বত্র**—সর্বদিকে; **দাতৃণাম্**—যারা তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করে; **দহন্**—দগ্ধ করেন; **প্রাক্**—পূর্বের; **উত্তর**—এবং ভবিষ্যতের; **অশুভম্**—পাপকর্মাদি।

অনুবাদ

সাধু পুরুষ, যেন ঠিক আগুনের মতো, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন আবার কখনও নিজেকে গোপন করে রাখেন। যথার্থ সুখশান্তির অভিলাষী বদ্ধ জীবগণের কল্যাণে, সাধু পুরুষ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পূজনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এবং সেইভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনকারীদের অর্ঘ্য স্বীকার করে তাদের সকল প্রকার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপময় কর্মফল আগুনের মতো ভস্মীভূত করেন।

তাৎপর্য

সাধুপুরুষ তাঁর সুমহান পারমার্থিক মর্যাদা গোপন রাখাই পছন্দ করে থাকেন, কিন্তু জগতের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে উপদেশ প্রদানের জন্যই তাঁকে হয়ত কখনও আপন

মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করতেই হয়। এই বিষয়টিকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ আগুনও অনেক সময়ে ভস্মের আবরণে সকলের অলক্ষ্যে জ্বলন্ত হয়ে থাকে এবং কোনও সময়ে প্রকাশ্যে অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে। যজ্ঞের সময়ে যেভাবে পূজারীদের আহুতি প্রদত্ত ঘি এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অগ্নি গ্রাস করে থাকে, সেইভাবেই কোনও সাধু পুরুষও তাঁর অনুগামী বদ্ধজীবদের নিবেদিত প্রশংসাও গ্রহণ করেন, এবং তিনি মনে করেন যে, ঐ সকল প্রশংসাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। যদিও কোনও সাধারণ মানুষকে প্রশংসা করলে সে তৎক্ষণাৎ নির্বোধের মতো উল্লসিত হয়ে ওঠে, সাধুপুরুষের মনে ঐ ধরনের অশুভ ভাবাবেগ মুহূর্তের মধ্যেই পরম তত্ত্বের প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণের ফলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৭

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎস্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ৪৭ ॥

স্ব-মায়য়া—তাঁর আপন জড়াশক্তির মাধ্যমে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই (বিভিন্ন জীব দেহ); **সৎ-অসৎ**—দেবতা, পশুপাখি, এবং অন্যান্য নানা রূপে; **লক্ষণম্**—লক্ষণযুক্ত; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ঈয়তে**—প্রতিভাত হন; **তৎ-তৎ**—প্রত্যেকটি বিভিন্ন রূপের; **স্বরূপঃ**—পরিচয় ধারণ করে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ইব**—যেন; **এধসি**—জ্বালানী কাঠের মধ্যে।

অনুবাদ

বিভিন্ন আকারের ও প্রকৃতির জ্বালানী কাঠের টুকরোর মধ্যে আগুন যেমন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই সর্বশক্তিমান পরমাত্মাও উত্তম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীবরূপের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নিজ শক্তিবলে, প্রত্যেকের স্ব স্ব পরিচিতি ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তা হলেও প্রত্যেক বস্তুই ভগবান নয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা ভগবান দেবতাদের এবং ব্রাহ্মণদের উন্নতশ্রেণীর জড়জাগতিক শরীর সৃষ্টি করেন, আর তমোগুণের অভিব্যক্তি প্রসারিত করে তিনি সেইভাবেই জীবজন্তু, শূদ্রাদি এবং নিম্নশ্রেণীর জীবকুলের শরীরগুলি সৃষ্টি করে থাকেন। ভগবান এই সমস্ত উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেন, কিন্তু তিনি বিভু অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান হয়েই বিরাজমান থাকেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে আগুন যদিও বিদ্যমান থাকে, তা হলেও কাঠের চারদিক থেকে নাড়াচাড়া করলে তবেই তা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও পরোক্ষভাবে সর্বএই বিরাজমান থাকেন, তবুও যখনই আমরা প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ করতে থাকি, তখন ভগবান আবির্ভাবের উদ্দীপনা লাভ করে থাকেন এবং তাঁর ভক্তজনের সামনে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন।

নির্বোধ বদ্ধ জীব সবকিছুরই মধ্যে ভগবানের অত্যাশ্চর্য উপস্থিতির তত্ত্ব অগ্রাহ্য করে থাকে এবং তার পরিবর্তে তার সাধারণ বুদ্ধি চেতনা দিয়ে নিজের অনিত্য জাগতিক দেহাবরণের মাঝে মগ্ন হয়ে চিন্তা করে, "আমি শক্তিমান মানুষ," "আমি সুন্দরী নারী," "আমি এই শহরের সবচেয়ে ধনী," "আমি পি এইচ-ডি পণ্ডিত", এবং এই ধরনের ভাব পোষণ করে থাকে। এইসব দেহাত্ম চিন্তার বন্ধন ছিন্ন করাই উচিত এবং যথার্থ তত্ত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন যে, জীব চিন্ময় আত্মা, চিরন্তন সত্তা, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় সেবক মাত্র।

শ্লোক ৪৮

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ৪৮ ॥

বিসর্গ—জন্ম; **আদ্যাঃ**—থেকে; **শ্মশান**—মৃত্যুকালে যেখানে দেহ ভস্মীভূত হয়; **অন্তাঃ**—পর্যন্ত; **ভাবাঃ**—ভাবসমূহ; **দেহস্য**—দেহের; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কলানাম্**—বিভিন্ন কলার; **ইব**—মতো; **চন্দ্রস্য**—চন্দ্রের; **কালেন**—কাল দ্বারা; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **বর্ত্মনা**—যার গতি।

অনুবাদ

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে বিনাশ পর্যন্ত এই জড় জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সবই দেহের বিকার মাত্র আর তা আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। ঠিক যেমন আপাত প্রতীয়মান চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি স্বয়ং চন্দ্রকে কখনই প্রভাবিত করে না। কালের অব্যক্ত গতির দ্বারা এই পরিবর্তন সকল ঘটে থাকে।

তাৎপর্য

দেহকে ছয়টি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, রক্ষণ, উৎপাদন, ক্ষয় ও মৃত্যু। তেমনই চন্দ্রকেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হল বলে মনে হয়। যেহেতু চন্দ্রালোক হচ্ছে সূর্যালোকের চন্দ্রাহত প্রতিফলন মাত্র তাই বুঝতে হবে যে স্বয়ং চন্দ্রের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না।

বরং চন্দ্রে সূর্যালোকের প্রতিফলনের বিভিন্ন কলাকেই আমরা দেখে থাকি। সেইভাবে, *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে—*ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ* অর্থাৎ নিত্য আত্মার জন্ম বা মৃত্যু হয় না। বিভিন্ন জড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সূক্ষ্ম মন ও জড় দেহে আমরা আত্মার প্রতিফলন অনুভব করি।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে সূর্য হচ্ছে অত্যন্ত জ্বলন্ত একটি গ্রহ এবং চন্দ্র হচ্ছে এক জলজ গ্রহ। শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বারাও এই কথাটি স্বীকৃত হয়েছে এবং চন্দ্র গ্রহের যথার্থ প্রকৃতি বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বিশদ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

কালেন—সময়ের মাধ্যমে; **হি**—অবশ্যই; **ওঘ**—বন্যার মতো; **বেগেন**—যার গতি; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানে সৃষ্ট শরীরাদি; **প্রভব**—জন্ম; **অপ্যয়ৌ**—এবং মৃত্যু; **নিত্যৌ**—নিত্যকাল; **অপি**—যদিও; **ন দৃশ্যতে**—লক্ষ্য করা যায় না; **আত্মনঃ**—চিন্ময় আত্মার সম্পর্কিত; **অগ্নেঃ**—আগুনের; **যথা**—যেমন; **অর্চিষাম্**—শিখার।

অনুবাদ

অগ্নিশিখা প্রতিমুহূর্তে জ্বলে এবং নেভে, তবু এই সৃষ্টির আর বিনাশের কাণ্ড সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই, মহাকালের শক্তিশালী তরঙ্গগুলি নদীর স্রোতের মতোই নিত্য প্রবহমান রয়েছে, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগণিত জড় দেহের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও, আত্মা প্রতিনিয়ত তার অবস্থান মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়ে থাকলেও, কালের গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে চাঁদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পরে ব্রাহ্মণ অবধূত আবার যদু মহারাজকে আগুনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এইভাবে কোনও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে বলা হয় *সিংহাবলোকন* অর্থাৎ "সিংহের দৃষ্টি", যার মাধ্যমে একই সাথে সামনে এগিয়ে এবং পিছনে দৃষ্টিপাত করে কোনও ভুলভ্রান্তি হয়েছে কিনা, তা লক্ষ্য করা যায়। তাই ঋষিবর তাঁর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে করতে আগুনের উপমা দিয়েছেন, যাতে অনাসক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হতে পারে। জড়দেহ অবশ্যই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অনিত্য এবং কল্পনাট্যস্বরূপ অভিব্যক্তি মাত্র। আগুনের

শিখাগুলি নিত্য জন্ম নেয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, তবুও আমরা আগুনকে দাহ্যমান রূপেই লক্ষ্য করতে থাকি। ঠিক তেমনই, আত্মাও এক নিরবিচ্ছিন্ন সত্তা, যদিও কালের প্রভাবে তার জড়জাগতিক দেহ নিয়তই আবির্ভূত এবং তিরোহিত হতে থাকে। লোকে বলে, সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কেউই ভাবে না যে, সে মরবে। আত্মা যেহেতু নিত্য শাশ্বত, তাই জীব স্বভাবতই স্বীকার করতে চায় যে, সকল অবস্থাই নিত্যকালের মতো স্থায়ী এবং তাই বিস্মৃত হয় যে, শুধুমাত্র চিন্ময় আকাশের মধ্যে নিত্য পরিবেশেই তার নিত্য স্বরূপ প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই তত্ত্বটি যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে তার মাঝে বৈরাগ্যগুণ জেগে ওঠে, অর্থাৎ জড়জাগতিক মায়ামোহ থেকে মুক্তির গুণাবলী জাগ্রত হয়।

শ্লোক ৫০

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি ।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥ ৫০ ॥

গুণৈঃ—ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-সামগ্রী; **উপাদত্তে**—গ্রহণ করে; **যথা-কালম্**—যথা সময়ে; **বিমুঞ্চতি**—সেগুলি ত্যাগ করে; **ন**—করে না; **তেষু**—সেগুলিতে; **যুজ্যতে**—জড়িত হয়ে পড়ে; **যোগী**—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি; **গোভিঃ**—তাঁর জ্যোতিপ্রভায়; **গাঃ**—জলরাশি; **ইব**—মতো; **গো-পতিঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

ঠিক যেভাবে সূর্য তার প্রচণ্ড জ্যোতিপ্রভায় প্রচুর পরিমাণে জলরাশি বাষ্পীভূত করে নেয় এবং পরে বৃষ্টিধারার আকারে সেই জল পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়, তেমনই ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল প্রকার জড়জাগতিক বিষয়াদির সারমর্ম গ্রহণ করে থাকেন, এবং যথাসময়ে, যথোপযুক্ত মানুষ তাঁর কাছে এসে যখনই সেই সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন তিনি সেই সকল সারবস্তুর আকারে তাকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। এইভাবে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়জাগতিক বিষয়াদি গ্রহণ এবং প্রত্যর্পণের সময়ে তিনি কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে সকল ঐশ্বর্য কোনও কৃষ্ণভক্তকে অর্পণ করে থাকেন, সেগুলির প্রতি ভক্ত কখনই স্বাধিকার

ভোগের প্রবৃত্তি পোষণ করে না। কৃষ্ণভক্ত শুধুমাত্র জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেই তৃপ্ত হন, তা নয়, বরং এমনভাবে তাঁর পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রদত্ত ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য সর্বত্র উদারভাবে বিতরণ করে দেওয়াই উচিত হবে, যাতে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। সূর্যের কাছ থেকে ভক্তকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৫১

বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্‌গতঃ ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥ ৫১ ॥

বুধ্যতে—চিন্তা করা হয়; **স্বে**—তার আপনরূপে; **ন**—না; **ভেদেন**—বিভিন্নতার কারণে; **ব্যক্তি**—বিভিন্ন প্রতিফলনের বিষয়ে; **স্থঃ**—স্থিত; **ইব**—স্পষ্টত; **তৎ-গতঃ**—সেইগুলির মধ্যে যথাযথভাবে প্রবেশ করে; **লক্ষ্যতে**—মনে হয়; **স্থূল-মতিভিঃ**—যাদের বুদ্ধি স্থূল; **আত্মা**—আত্মা; **চ**—ও; **অবস্থিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হলেও, তা কখনই বিভক্ত হয় না কিংবা প্রতিবিম্বের মধ্যে তা মিশে যায় না। যাদের স্থূলবুদ্ধি, তারাই সূর্যকে এইভাবে ধারণা করে থাকে। ঠিক তেমনই, বিভিন্ন জড়দেহের মাধ্যমে আত্মা প্রতিবিম্বিত হলেও, আত্মা সর্বদাই অবিভাজ্য এবং জড়সত্তাবিহীন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

জানালা, আয়না, উজ্জ্বল বস্তু, তেল, জল এবং এমনই বহু জিনিসে সূর্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা হলেও সূর্য এক এবং অবিভাজ্য থাকে। তেমনই, নিত্য শাশ্বত আত্মাও শরীরের মধ্যে পার্থিব শরীরের পর্দার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই আত্মাকে বৃদ্ধ কিংবা তরুণ, মোটা কিংবা রোগা, সুখী বা দুঃখী মনে হয়। আত্মাকে আমেরিকাবাসী, রুশ, আফ্রিকাবাসী, হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান মনে হতেও পারে, তবে, নিত্য শাশ্বত আত্মা তার স্বাভাবিক মর্যাদা নিয়ে এই সমস্ত জাগতিক নাম-পরিচয়ের বন্ধনে থাকে না।

স্থূল-মতিভিঃ শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে বোঝায় অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শিল্প প্রদর্শনীর মধ্যে মূল্যবান চিত্রপটে কুকুর মূত্রত্যাগ করে, এমন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। কুকুরটি তার স্থূল বুদ্ধির ফলে চিত্রপটখানির যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতেই পারেনি। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণে

উদ্যোগী না হলে, মানুষ এইভাবেই মানবজীবনের অমূল্য সুযোগ সমূলে অপব্যবহার করে। আত্ম উপলব্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই মানব জীবন লাভ হয়েছে এবং তাই ধনতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, আমেরিকান, রাশিয়ান এবং এই ধরনের জাগতিক উপাধি-পরিচয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা অনুচিত। তার পরিবর্তে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবাভক্তি নিবেদনের অনুশীলন করা সকল মানুষেরই উচিত এবং তার মাধ্যমে ক্রমশ তাদের নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ পরিচয় আত্মস্থ করা প্রয়োজন। সূর্যকে তার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা উচিত এবং শুধুমাত্র সূর্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। সেইভাবেই, প্রত্যেক জীবকে তার শুদ্ধ চিন্ময় পরিচয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের জড়জাগতিক দেহাত্ম পরিচয়ের বাইরে বিকৃত প্রতিবিম্বে আকৃষ্ট হলে চলবে না।

এই শ্লোকে *আত্মা* শব্দটির দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। ঠিক যেমন আমরা সাধারণ জীবাত্মাকে জড়জাগতিক শরীরের প্রতিবিম্বের মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকি, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানকেও আমাদের জাগতিক মনের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের মাধ্যমে উপলব্ধির প্রয়াস করে থাকি। তাই, আমরা ভগবানকে নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক, নয়তো জড়জাগতিক কিংবা অজ্ঞাত পুরুষরূপে কল্পনা করে থাকি। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখনই সূর্যকিরণ থেকে সূর্যের সর্বোত্তম অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা থাকে। তেমনই, মানুষেরও মন যখন নানা মনগড়া কল্পনায় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখনই ভগবানের দিব্য শরীর থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরাশিকে পরম চিন্ময় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে সে পারে। অবশ্য, যখন নির্মেঘ নীলাকাশের মতোই মন বিন্দুমাত্রও কলুষতামুক্ত হয়ে থাকে, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ রূপ মানুষ দর্শন করতে সক্ষম হয়। বদ্ধ জীবাত্মার আবদ্ধ মন দিয়ে পরম তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায় না, বরং কর্মফলাশ্রয়ী বাসনা ও মানসিক বৃথা কল্পনা থেকে মুক্ত যে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের নির্মল নীলাকাশ, তার মাধ্যমেই ভগবানকে দর্শন করা মানুষের অবশ্যই উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদগগনে বিরাজে ।

"বদ্ধ জীবাত্মাগণের আশীর্বাদস্বরূপ জড়জগতের অন্ধকারের মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য নাম যেন ভক্তগণের নির্মল

হৃদয়াকাশে সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন।" যারা ধর্মকর্ম বা ভগবৎ-তত্ত্ব চর্চার নামে ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টিকে আত্মসাৎ করে উপভোগ করবার প্রয়াস করছে, তারা এমন সমুজ্জ্বল জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে না। মানুষকে প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে হবে, এবং তখন তার জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সব কিছু উদ্ভাসিত করে তুলবে—*'কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি (মুণ্ডক উপনিষদ ১/৩)*।

শ্লোক ৫২

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ ।
কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥ ৫২ ॥

ন—না; **অতি-স্নেহঃ**—অধিক স্নেহ-ভালবাসা; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ট সঙ্গ; **বা**—অথবা; **কর্তব্যঃ**—ব্যক্ত করা উচিত; **ক্ব অপি**—কখনও; **কেনচিৎ**—কারও বা কোনও কিছুর সঙ্গে; **কুর্বন্**—সেইভাবে করলে; **বিন্দেত**—অভিজ্ঞতা হবে; **সন্তাপম্**—গভীর দুঃখ; **কপোতঃ**—পায়রা; **ইব**—মতো; **দীনধীঃ**—নীচমনা।

অনুবাদ

কোনও কিছু বা কারও জন্য অত্যধিক স্নেহ বা আসক্তি পোষণ করা কারও উচিত নয়, না হলে বুদ্ধিহীন কপোতের মতো অনেক দুঃখ পেতে হয়।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় *অতি* উপসর্গ শব্দটির অর্থ 'অত্যধিক', যার দ্বারা বোঝায় কৃষ্ণভাবনাহীন স্নেহ-ভালবাসা কিংবা আসক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্ (গীতা ৫/২৯)*—ভগবান সকল জীবের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী। ভগবান এমনই স্নেহময় যে, প্রত্যেক বদ্ধ জীবের অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন এবং বদ্ধ জীবাত্মা নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে না আসা পর্যন্ত মায়ার রাজ্যে তার অনন্ত ভ্রমণকালে ধৈর্য নিয়ে তার সঙ্গেই থাকেন। এইভাবে প্রত্যেক জীবের নিত্যসুখের সকল আয়োজন ভগবান করে দেন। সকল জীবের প্রতি স্নেহ এবং অনুকম্পা প্রদর্শনের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করা উচিত এবং অধঃপতিত জীবগণের উদ্ধারকার্যে ভগবানের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সমাজ, সখ্যতা এবং ভালবাসার নামে দেহ সম্পর্কিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ভিত্তিতে অন্যের প্রতি যদি আমাদের স্নেহমমতা কিংবা আসক্তি গড়ে ওঠে, তবে অবাঞ্ছিত আসক্তি (অতিস্নেহ) সৃষ্টির মাধ্যমে কোনও এক সময়ে সম্বন্ধ ছিন্ন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার ফলে দুঃখ জ্বালা ভোগ করতে হবে। এখন

মূর্খ কপোতের কাহিনী বর্ণনা করা হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুরূপ একটি কাহিনী রাজা সুযজ্ঞের শোকার্তা বিধবা পত্নীদের কাছে যমরাজ বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ ।
কপোত্যা ভার্যয়া সার্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৫৩ ॥

কপোতঃ—পায়রা; কশ্চন—কোনও এক; অরণ্যে—বনের মধ্যে; কৃতনীড়ঃ—তার বাসা তৈরি করে; বনস্পতৌ—একটি গাছে; কপোত্যা—এক কপোতীর সঙ্গে; ভার্যয়া—তার স্ত্রী; স-অর্ধম্—তার সঙ্গিনী রূপে; উবাস—সে বাস করত; কতিচিৎ—কিছু; সমাঃ—বছর।

অনুবাদ

একটি কপোত তার কপোতীর সঙ্গে বনে বাস করত। একটি গাছে সে বাসা বেঁধেছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ কপোতীর সঙ্গে সেখানে থাকত।

শ্লোক ৫৪

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥ ৫৪ ॥

কপোতৌ—দুই কপোত; স্নেহ—ভালবাসায়; গুণিত—যেন রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে; হৃদয়ৌ—তাদের হৃদয়ে; গৃহ-ধর্মিণৌ—গৃহস্থের ধর্মপালনে আসক্ত; দৃষ্টিম্—দৃষ্টিপাতে; দৃষ্ট্যা—দৃষ্টি বিনিময়ে; অঙ্গম্—শরীর; অঙ্গেন—শরীর দিয়ে; বুদ্ধিম্—মন; বুদ্ধ্যা—অন্যের বুদ্ধি ও মন দিয়ে; ববন্ধতুঃ—তারা পরস্পরকে বেঁধেছিল।

অনুবাদ

দুই কপোত-কপোতী তাদের গার্হস্থ্য কাজকর্মে খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছিল। মন ও বুদ্ধি দিয়ে তারা পরস্পরকে দৃষ্টি বিনিময়ে, শরীর ও মনের আদানপ্রদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। এইভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

পুরুষ এবং স্ত্রী পায়রা দুটি পরস্পরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিল যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারত না। একে বলা হয় ভগবৎ-বিস্মৃতি, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে জড় বিষয়াদির প্রতি আসক্তি।

ভগবানের প্রতি প্রত্যেক জীবেরই নিত্য প্রেম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সেই প্রেমভাব যখন বিকৃত হয়, তখন তা মিথ্যা জড়জাগতিক ভালবাসায় পর্যবসিত হয়। তার ফলে যথার্থ প্রেমানন্দের বিরস বিবর্ণ প্রতিফলন থেকে পরমতত্ত্বের বিস্মৃতির উপর নির্ভর করে সেই ধরনের ভালবাসা ব্যর্থ জীবনধারার ভিত্তি হয়ে প্রতিভাত হয়।

শ্লোক ৫৫

শয্যাসনাটনস্থানবার্তাক্রীড়াশনাদিকম্ ।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥

শয্যা—বিশ্রাম; **আসন**—উপবেশন; **অটন**—ভ্রমণ; **স্থান**—দাঁড়ানো; **বার্তা**—কথাবার্তা; **ক্রীড়া**—খেলা; **অশন**—আহার; **আদিকম্**—ইত্যাদি; **মিথুনী-ভূয়**—পতি-পত্নীরূপে দুজনে; **বিশ্রব্ধৌ**—বিশ্বাস করে; **চেরতুঃ**—তারা সম্পন্ন করল; **বন**—বনের; **রাজিষু**—বৃক্ষরাজির মাঝে।

অনুবাদ

সরল মনে ভবিষ্যতের বিশ্বাস নিয়ে, বনের গাছপালার মাঝে প্রেমময় দম্পতির মতো তারা বিশ্রাম, আহার-বিহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, খেলাধুলা এবং সব কিছু করত।

শ্লোক ৫৬

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজন্ তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা ।
তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

যম্ যম্—যা কিছু; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করত; **সা**—সে; **রাজন্**—হে রাজা; **তর্পয়ন্তি**—তৃপ্ত করে; **অনুকম্পিতা**—অনুকম্পা দেখিয়ে; **তম্ তম্**—যা কিছু; **সমনয়ৎ**—এনে দিত; **কামম্**—তার কামনা; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্ট স্বীকার করে; **অপি**—এমন কি; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—তার ইন্দ্রিয়াদি দমনের শিক্ষা কখনই লাভ না করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কপোতী যখনই কোনও কিছু বাসনা করত, তখন অনুকম্পার মাধ্যমে কপোতকে সন্তুষ্ট করার ফলে, বহু কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও সব কিছুই কপোত তাকে এনে দিত। তার ফলে, কপোতীর সংসর্গে কপোত তার ইন্দ্রিয়াদি সংযম করতে পারত না।

তাৎপর্য

তর্পয়তী শব্দটির দ্বারা বোঝায় যে, হাস্যময়ী দৃষ্টিপাত ও প্রেমময়ী বাক্যালাপে কপোতী তার পতিকে প্রলুব্ধ করতে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। ঐভাবে কপোতের

উদার মনোভাবে আবেদন জানিয়ে, সে চতুরভাবে তার বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো তাকে কাজে লাগাত। হতভাগ্য কপোত ছিল অজিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়াদি দমনে যে অক্ষম এবং নারীর রূপ দেখে সহজেই যার মন বিগলিত হয়। দুই কপোত-কপোতীর এই কাহিনী এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের ফলে তারা যে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল, তা বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ অবধূত মূল্যবান উপদেশ প্রদান করছেন। কারও বুদ্ধি যদি সকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকলাপের পরমেশ্বর হৃষীকেশের সেবায় নিবেদিত না হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে দেহসুখতৃপ্তির অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাকে অধঃপতিত হতেই হবে। তখন মূর্খ কপোতের থেকে তার কোনই প্রভেদ থাকে না।

শ্লোক ৫৭

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্ণন্তী কাল আগতে ।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥ ৫৭ ॥

কপোতী—স্ত্রী কপোত; প্রথমম্—তার প্রথম; গর্ভম্—শাবক সম্ভাবনা; গৃহ্ণন্তী—ধারণ করে; কালে—যখন প্রসবের সময়ে; আগতে—আসন্ন হল; অণ্ডানি—ডিম্বগুলি; সুষুবে—সে প্রসব করল; নীড়ে—বাসার মধ্যে; স্ব-পত্যুঃ—তার পতির; সন্নিধৌ—উপস্থিতিতে; সতী—সাধ্বী স্ত্রী।

অনুবাদ

তারপরে কপোতী তার প্রথম শাবক সম্ভাবনা অর্জন করল। যখন সময় হল, তখন সাধ্বী স্ত্রীর মতোই কতকগুলি ডিম তার পতির উপস্থিতিতে বাসার মধ্যে প্রসব করেছিল।

শ্লোক ৫৮

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ ।
শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেষু—সেই ডিমগুলি থেকে; কালে—যথাসময়ে; ব্যজায়ন্ত—জন্ম নিল; রচিত—সৃষ্ট; অবয়বাঃ—শিশুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; শক্তিভিঃ—শক্তির দ্বারা; দুর্বিভাব্যাভিঃ—অচিন্ত্যনীয়; কোমল—কোমল; অঙ্গ—যাদের অঙ্গ; তনূরুহাঃ—এবং পালক।

অনুবাদ

যথাসময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির মাধ্যমে সেই ডিমগুলি থেকে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পালক সমেত কপোত শাবকেরা জন্মলাভ করল।

শ্লোক ৫৯

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতি পুত্রবৎসলৌ ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রজাঃ—তাদের সন্তানাদি; পুপুষতুঃ—তারা পালন-পোষণ করতে লাগল; প্রীতৌ—সন্তুষ্ট হয়ে; দম্পতি—পতি ও পত্নী; পুত্র—তাদের শাবকদের জন্য; বৎসলৌ—স্নেহবশত; শৃণ্বন্তৌ—শ্রবণ করে; কূজিতম্—পাখির কলরব; তাসাম্—তাদের শাবকদের; নির্বৃতৌ—বিপুলভাবে খুশি হয়ে; কল-ভাষিতৈঃ—কলকাকলি রবে।

অনুবাদ

দুই কপোত-কপোতী তাদের শাবকদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কলরব শুনে আনন্দলাভ করত। তাই ভালবাসার মাধ্যমে তাদের নবজাত ছোট পাখিগুলিকে নিয়ে বড় করে তুলতে লাগল।

শ্লোক ৬০

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

তাসাম্—ছোট পাখিগুলির; পতত্রৈঃ—ডানাগুলি; সু-স্পর্শৈঃ—কোমল স্পর্শলাভে; কূজিতৈঃ—তাদের কলকাকলিতে; মুগ্ধ—খুশি; চেষ্টিতৈঃ—ক্রিয়াকলাপে; প্রত্যুদ্গমৈ—সাগ্রহে লাফ দিয়ে তাদের উড়ে চলার চেষ্টায়; অদীনানাম্—আনন্দচঞ্চল (শাবকদের); পিতরৌ—কপোত-কপোতী পিতামাতা; মুদম্ আপতুঃ—আনন্দিত হল।

অনুবাদ

কপোত-কপোতী পিতামাতা তাদের শাবকদের কোমল ডানাগুলি দেখে, তাদের কলরব শুনে, বাসার মধ্যে চারদিকে তাদের সুন্দরভাবে সরল অঙ্গভঙ্গী আর লাফিয়ে উঠে উড়ে চলার চেষ্টা লক্ষ্য করে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শাবকদের প্রফুল্ল দেখে পিতামাতাও প্রফুল্লচিত্ত হল।

শ্লোক ৬১

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া ।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

স্নেহ—প্রীতিভরে; অনুবদ্ধ—আবদ্ধ হয়ে; হৃদয়ৌ—তাদের হৃদয়ে; অন্যোন্যম্—পরস্পরের; বিষ্ণু-মায়য়া—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি বলে; বিমোহিতৌ—সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে; দীন-ধিয়ৌ—দুর্বলচিত্তে; শিশূন্—তাদের শাবকদের; পুপুষতুঃ—তারা পালন করতে লাগল; প্রজাঃ—তাদের সৃষ্টিধর শাবকদের।

অনুবাদ

মূর্খ পাখিগুলি তাদের অন্তরের স্নেহবন্ধনে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তিবলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের প্রজাতি স্বরূপ নবজাত শাবকগুলিকে সযত্নে পালন-পোষণ করতে লাগল।

শ্লোক ৬২

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ ।
পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥ ৬২ ॥

একদা—একদিন; জগ্মতুঃ—তারা গিয়েছিল; তাসাম্—শাবকদের জন্য; অন্ন—খাদ্য; অর্থম্—কারণে; তৌ—দুজনে; কুটুম্বিনৌ—পরিবারের প্রধান দুজনে মিলে; পরিতঃ—চারদিকে; কাননে—বনে; তস্মিন্—সেই; অর্থিনৌ—উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ধানের জন্য; চেরতু—তারা বিচরণ করছিল; চিরম্—অনেক দূর পর্যন্ত।

অনুবাদ

একদিন কপোত-দম্পতি শাবকদের আহার-অন্বেষণে দুজনে মিলে বেরিয়েছিল। তাদের শাবকদের ভালভাবে আহার জোগানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের সর্বত্র বিচরণ করছিল।

শ্লোক ৬৩

দৃষ্ট্বাতান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্ যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥ ৬৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; তান্—তাদের, পক্ষিশাবকদের; লুব্ধকঃ—শিকারী; কশ্চিৎ—কোনও এক; যদৃচ্ছাতঃ—যথেচ্ছ; বনে—জঙ্গলে; চরঃ—বিচরণকারী; জগৃহে—সে ধরে নিল; জালম্—তার জালে; আতত্য—ছড়িয়ে দিয়ে; চরতঃ—ঘুরছিল; স্ব-আলয়-অন্তিকে—তাদের নিজ আলয়ের কাছে।

অনুবাদ

সেই সময়ে বনের মধ্যে বিচরণশীল কোনও এক শিকারী সেই কপোত শাবকগুলিকে তাদের বাসার কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখল। তার জাল ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সকলকে সে ধরে নিয়েছিল।

শ্লোক ৬৪

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

কপোতঃ—পায়রা; চ—এবং; কপোতী—স্ত্রী-পায়রা; চ—এবং; প্রজা—তাদের বাচ্চাদের; পোষে—পালন পোষণে; সদা—সর্বদা; উৎসুকৌ—আগ্রহভরে নিয়োজিত; গতৌ—গিয়েছিল; পোষণম্—খাদ্য; আদায়—আনতে; স্ব—তাদের নিজেদের; নীড়ম্—বাসায়; উপজগ্মতুঃ—তারা এল।

অনুবাদ

কপোত এবং তার কপোতী তাদের বাচ্চাদের পালন পোষণের জন্য নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। যথাযথ খাদ্যাদি পেলে, তারা তখন তাদের বাসায় ফিরে আসত।

শ্লোক ৬৫

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্ ।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥ ৬৫ ॥

কপোতী—কপোত-স্ত্রী; স্ব-আত্ম-জান্—তার নিজের সন্তানাদি; বীক্ষ্য—দেখে; বালকান্—শিশুদের; জাল—জালের দ্বারা; সংবৃতান্—পরিবেষ্টিত হয়ে; তান্—তাদের দিকে; অভ্যধাবৎ—সে ছুটে গেল; ক্রোশন্তী—চিৎকার করে; ক্রোশতঃ—ওরাও চিৎকার করছিল; ভৃশ—ভীষণভাবে; দুঃখিতা—দুঃখ পেয়ে।

অনুবাদ

যখন কপোতী শিকারী জালের মধ্যে তার নিজ শাবকদের বন্দী অবস্থায় দেখতে পেল, তখন সে দুঃখে কাতর হয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল, এবং শাবকরাও চিৎকার করতে লাগল।

শ্লোক ৬৬

সাসকৃৎস্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া ।
স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

সা—সে; অসকৃৎ—সদাসর্বদা; স্নেহ—জাগতিক মমতায়; গুণিতা—আবদ্ধ; দীন-চিত্তা—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে; অজ—জন্মরহিত পরমেশ্বর ভগবানের; মায়য়া—মায়াবলে; স্বয়ম্—নিজে; চ—ও; অবধ্যত—ধৃত হয়ে; শিচা—জালের দ্বারা; বদ্ধান্—আবদ্ধ (শাবকেরা), পশ্যন্তি—লক্ষ্য করে; অপস্মৃতিঃ—আত্মবিস্মৃত হয়ে।

অনুবাদ

কপোতী নিয়তই গভীর জাগতিক মায়াময় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইত, এবং তাই তার মন ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হল। ভগবানের মায়াবলে আবদ্ধ হয়ে, সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তার অসহায় শাবকদের দিকে উড়ে গেল আর অচিরেই শিকারীর জালে সেও আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

শ্লোক ৬৭

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্ ।
ভার্যাং চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৬৭ ॥

কপোতঃ—কপোত পুরুষ; স্ব-আত্ম-জান্—তার নিজ শাবকদের; বদ্ধান্—আবদ্ধ; আত্মনঃ—নিজের চেয়ে; অপি—এমনকি; অধিকান্—আরও; প্রিয়ান্—প্রিয়জন; ভার্যাম্—তার স্ত্রী; চ—এবং; আত্ম-সমাম্—নিজেরই সমান; দীনঃ—হতভাগ্য; বিললাপ—আক্ষেপ করছিল; অতি-দুঃখিতঃ—খুব দুঃখিত।

অনুবাদ

প্রাণাধিক প্রিয় শাবকদের সঙ্গে প্রিয়তমা কপোতীকে শিকারীর জালে মরণাপন্ন হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে, হতভাগ্য কপোত দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপ করতে থাকল।

শ্লোক ৬৮

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহৈস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥ ৬৮ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; পশ্যত—লক্ষ্য কর; অপায়ম্—ধ্বংস; অল্প-পুণ্যস্য—যার পুণ্যসঞ্চয় অল্প; দুর্মতেঃ—বুদ্ধিহীন; অতৃপ্তস্য—অতৃপ্ত; অকৃত-অর্থস্য—জীবনের উদ্দেশ্য যে পূর্ণ করেনি; গৃহঃ—গার্হস্থ্য জীবন; ত্রৈবর্গিকঃ—ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে সভ্যজগতের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধন; হতঃ—ধ্বংস।

অনুবাদ

কপোত বলল—হায়, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি অবশ্যই মহামূর্খ, কারণ আমি যথার্থ পুণ্যকর্ম পালন করি নি। আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতেও পারিনি এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতেও পারলাম না। আমার জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং কাম চরিতার্থের ভিত্তিস্বরূপ গার্হস্থ্য পরিবারই আমার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, *অতৃপ্তস্য* কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, কপোতটি যেভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগ করেছিল, তাতে সে তৃপ্তি লাভ করেনি। যদিও তার স্ত্রী, শাবকাদি এবং বাসার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েই ছিল, তা সত্ত্বেও সেইগুলি থেকে যথেষ্ট ভোগতৃপ্তি অর্জন করতে সে পারেনি, যেহেতু ঐ সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিণামে কোনও তৃপ্তি সুখই পাওয়া যায় না। *অকৃতার্থস্য* শব্দটি বোঝায় যে, তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভের ভবিষ্যৎ বিবৃদ্ধির সব আশা এবং স্বপ্নগুলিও এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। লোকে সচরাচর তাদের বাসাকে 'মিষ্টি মধুর সুখী গৃহকোণ' বলে থাকে, আর ভবিষ্যতের ইন্দ্রিয় সুখতৃপ্তি অর্জনের জন্য নির্ধারিত অর্থসঞ্চয়কে বলে যেন বাসায়-পাড়া ডিম। অতএব, ভড় জগতের প্রেমাকুল পাখিদের সুস্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে, তাদের স্ত্রী, সন্তানাদি এবং ধনসম্পদ বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই শিকারীর জালে টেনে নিয়ে চলে যাবে। তাই বলতে গেলে, মৃত্যু এসে সব শেষ করে দেবে।

শ্লোক ৬৯

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা ।
শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুরূপা—যথোপযুক্ত; **অনুকূলা**—বিশ্বাসযোগ্য; **চ**—এবং; **যস্য**—যার; **মে**—আমাকে; **পতিদেবতা**—যে নারী পতিকে দেবতারূপে স্বীকার করে; **শূন্যে**—পরিত্যক্ত; **গৃহে**—ঘরে; **মাম্**—আমাকে; **সন্ত্যজ্য**—ফেলে দিয়ে; **পুত্রৈঃ**—তার সন্তান-শাবকাদির সঙ্গে; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যাতি**—যাচ্ছে; **সাধুভিঃ**—সাধুসম।

অনুবাদ

আমার স্ত্রী এবং আমি আদর্শ যুগল ছিলাম। সে সদাসর্বদা আমাকে মান্য করে চলত এবং বাস্তবিকই আমাকে তার আরাধ্য দেবতার মতোই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন, তার শাবকদের হারিয়ে এবং তার বাসা খালি হয়ে যেতে দেখে, আমাকে সে ফেলে গেল এবং আমাদের সাধুসম শাবকদের নিয়ে স্বর্গে চলে গেল।

শ্লোক ৭০

সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৭০ ॥

সঃ অহম্—আমি স্বয়ং; শূন্যে—শূন্য, খালি; গৃহে—ঘরে; দীনঃ—দীনহীন; মৃতদারঃ—আমার স্ত্রী-কপোতী মৃত; মৃত-প্রজঃ—আমার শাবকেরা মৃত; জিজীবিষে—আমি জীবনধারণ করে থাকতে চাই; কিম্ অর্থম্—কি উদ্দেশ্যে; বা—অবশ্য; বিধুরঃ—বিচ্ছেদ বেদনা; দুঃখ—কষ্টকর; জীবিতঃ—আমার জীবন।

অনুবাদ

শূন্য বাসায় আমি এখন দীনহীনের মতো রয়েছি। আমার কপোতী মারা গেছে; আমার শাবকেরা মৃত। তবে আমি জীবন ধারণ করে থাকতে চাইব কেন? আমাদের পরিবারবর্গের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার হৃদয় এমনই বেদনাময় হয়েছে যে, জীবনটাই নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৭১

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ ।
স্বয়ং চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥ ৭১ ॥

তান্—তাদের; তথা—ও; এব—অবশ্য; আবৃতান্—বেষ্টিত; শিগ্‌ভিঃ—জালের দ্বারা; মৃত্যু—মৃত্যুর দ্বারা; গ্রস্তান্—কবলিত; বিচেষ্টতঃ—বিভ্রান্ত; স্বয়ম্—নিজেই; চ—ও; কৃপণঃ—বিক্ষুব্ধ; শিক্ষু—জালের মধ্যে; পশ্যন্—লক্ষ্য করে; অপি—এমন কি; অবুধঃ—বুদ্ধিহীন; অপতৎ—পতিত হল।

অনুবাদ

জালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় করুণভাবে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংগ্রামরত হতভাগ্য শাবকদের হতাশভাবে লক্ষ্য করে পিতা কপোতের মন উদাস হয়ে গেল, এবং তাই সে নিজেও শিকারীর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শ্লোক ৭২

তং লব্ধা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্ ।
কপোতকান্ কপোতীং চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৭২ ॥

তম্—তাকে; লব্ধা—নিয়ে; লুব্ধকঃ—শিকারী; ক্রূরঃ—নিষ্ঠুর; কপোতম্—পায়রা; গৃহ-মেধিনম্—জড়জাগতিক ভাবাপন্ন গৃহস্থ; কপোতকান্—কপোত-শাবকেরা; কপোতীম্—কপোত-স্ত্রী; চ—ও; সিদ্ধ-অর্থঃ—তার উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেলে; প্রযযৌ—সে যাত্রা করল; গৃহম্—তার ঘরের দিকে।

অনুবাদ

নিষ্ঠুর শিকারী সেই কপোত-কর্তা, তার কপোতী-স্ত্রী এবং সব কয়টি শাবককে বন্দী করে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেতে, তার গৃহ অভিমুখে যাত্রা করল।

শ্লোক ৭৩

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥ ৭৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্বী**—গৃহস্থ মানুষ; **অশান্ত**—অসন্তুষ্ট; **আত্মা**—তার আত্মা; **দ্বন্দ্ব**—জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তায় (যেমন নারী ও পুরুষ); **আরামঃ**—তার আনন্দগ্রহণে; **পতত্রি-বৎ**—এই পাখির মতো; **পুষ্ণন্**—পালন পোষণ করার ফলে; **কুটুম্বম্**—তার পরিবারবর্গকে; **কৃপণঃ**—অতি সঞ্চয়ী; **স-অনুবন্ধঃ**—তার আত্মীয়পরিজনদের নিয়ে; **অবসীদতি**—অবশ্যই বিষম কষ্টভোগ করে।

অনুবাদ

এইভাবেই, গার্হস্থ্য জীবনে যে অত্যধিক আসক্ত হয়, অন্তরে সে অসন্তোষ বোধ করতে থাকে। পায়রার মতোই, তুচ্ছ মৈথুন সুখের আকর্ষণে সে আনন্দতৃপ্তির অন্বেষণ করে। অতি সঞ্চয়ী মানুষ তার নিজ আত্মীয়পরিজনদের প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকার ফলে, তার সকল পরিবারবর্গকে নিয়েই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতেই থাকে।

শ্লোক ৭৪

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্ ।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥

যঃ—যেজন; **প্রাপ্য**—লাভ করার পরে; **মানুষম্ লোকম্**—জীবনের মনুষ্যরূপ; **মুক্তি**—মুক্তিলাভের; **দ্বারম্**—প্রবেশপথ; **অপাবৃতম্**—অবারিত মুক্ত; **গৃহেষু**—গার্হস্থ্য বিষয়াদিতে; **খগ-বৎ**—এই কাহিনীর পাখির মতো; **সক্তঃ**—আকৃষ্ট, আসক্ত; **তম্**—তার; **আরূঢ়**—উচ্চস্থানে আরোহণ করার; **চ্যুতম্**—তারপরে পতন; **বিদুঃ**—তারা মনে করে।

অনুবাদ

মানব জন্ম যে লাভ করেছে, তার জন্য মুক্তির সকল দ্বার অবারিত মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মূর্খ পাখির মতো যদি কোনও মানুষ শুধুমাত্র তার গার্হস্থ্য জীবনেই আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে মনে করতে হবে যে, কেবলই পদস্খলিত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই এক অতি উচ্চস্থানে সে আরোহণ করেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।